রাজ্যপাল নিজের
দায়িত্ব পালন
করেছেন— পৃঃ ৫

দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

চীনের জীবাণু-যুদ্ধ
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের
মহড়ামাত্র
— পৃঃ ৯

৭২ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ৪ মে, ২০২০।। ২১ বৈশাখ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

চীনের জীবাণু-যুদ্ধ

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া

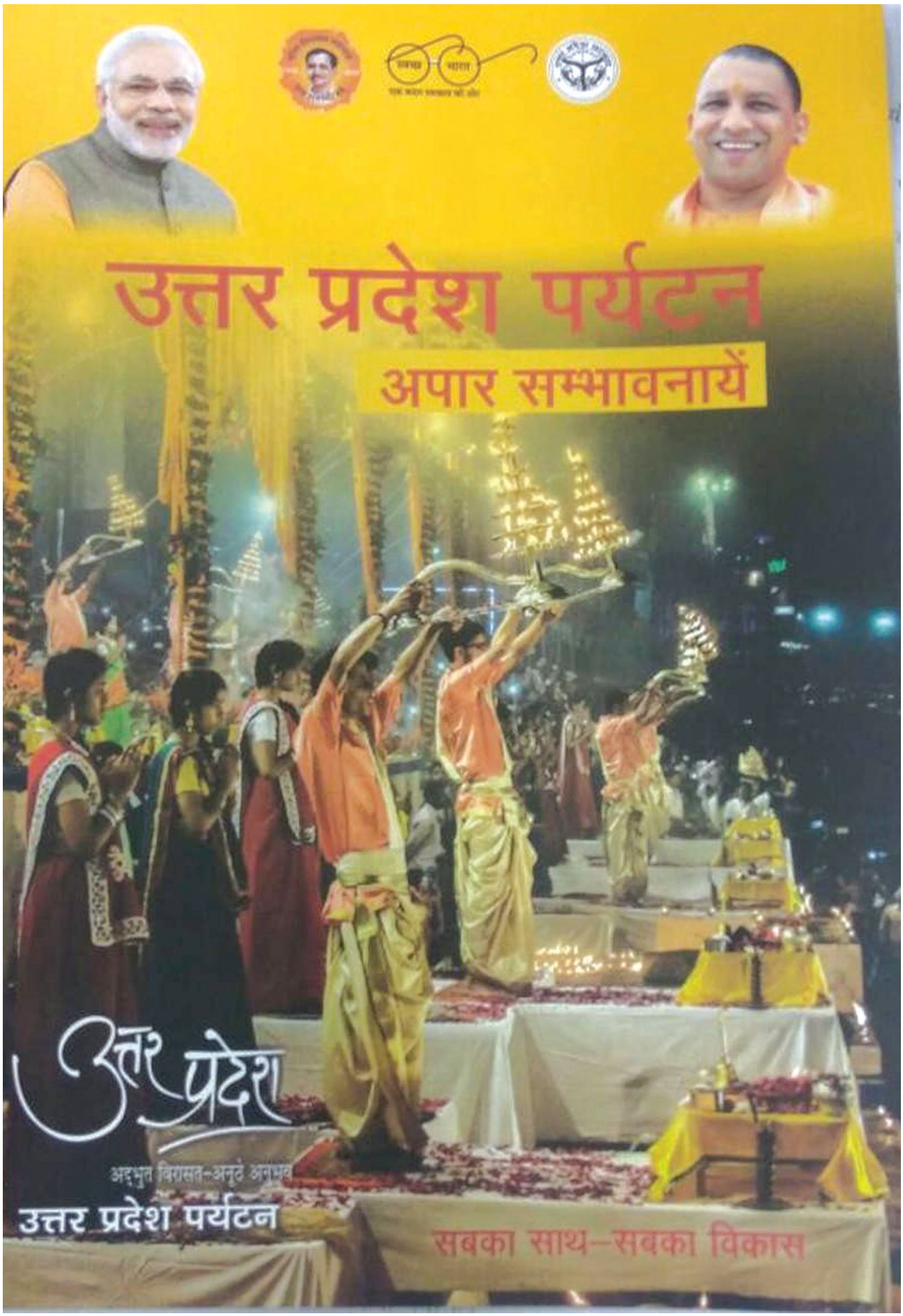
उत्तर प्रदेश पर्यटन
अपार सम्भावनायें
उत्तर प्रदेश
अद्भुत विरासत–अनूठा अनुभव
उत्तर प्रदेश पर्यटन
सबका साथ–सबका विकास

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ২১ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৪ মে - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

রাজ্যপাল দায়িত্ব পালন করেছেন
▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ৫

দিদির প্রকৃত তথ্য অস্বীকারের প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ক্ষতি করছে ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৭

চীনের জীবাণু-যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া মাত্র
▯ সুজিত রায় ▯ ৯

চীনের করোনা ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস
▯ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ▯ ১৩

করোনা ভাইরাস নিয়ে সমস্ত অভিযোগ চীনের দিকেই
▯ স্বপন দাস ▯ ১৫

চীনের বধোদয় কবে হবে?
▯ পবন চৌধুরী ▯ ১৭

করোনা : চীনের আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন
▯ বাসুদেব ধর ▯ ১৯

লকডাউনের কিছু ঘরোয়া রান্নাবান্না
▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ২১

ভিক্স ভেপোরাবের রয়েছে নানান গুণ
▯ ডা: পার্থসারথি মল্লিক ▯ ২২

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

একটি ব্যর্থ, অপদার্থ সরকার

অবশেষে ঝুলি হইতে বিড়াল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই এখন বুঝিতে পারিতেছেন, নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে মমতা ব্যানার্জি এই রাজ্যটিকে এক চূড়ান্ত সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এখন, অবস্থা যখন নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী পলায়ন করিবার পথ সন্ধান করিতেছেন। প্রথমাবধি মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁহার সরকার করোনা সংক্রান্ত তথ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁহার সরকারের এই অপচেষ্টার কারণেই এই রাজ্যে করোনা সংক্রমণ সঠিকভাবে প্রতিরোধ করা যায় নাই। তাহার বিষময় ফল এখন ফলিতেছে। রাজ্যে করোনা মৃতের সংখ্যা গোপন করিবার নিমিত্তে করোনা ডেথ অডিট কমিটি নামক এক অতি আশ্চর্য কমিটি গঠন করিয়াছে রাজ্য সরকার। অন্য কোনো রাজ্যেই এই প্রকার অত্যাশ্চর্য কমিটি গঠন করা হয় নাই। এই রাজ্যে এই রকম একটি কমিটি গঠন করিবার যৌক্তিকতা কী, তাহা রাজ্য সরকার ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। স্বয়ং রাজ্যপাল এই কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কিন্তু এখন, যখন সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী বলিয়া বসিলেন, এই ডেথ কমিটি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। এমনকী এই কমিটির কাহারা সদস্য তাহাও তিনি জানেন না। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা শুনিলে সকলেই হাসিবে। মমতা ব্যানার্জি শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও। রাজ্যবাসী মাত্রই জানেন, মমতা ব্যানার্জির 'অনুপ্রেরণা' ব্যতীত এই রাজ্যে কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত হয় না। এই ডেথ কমিটি তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে– ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আর যদি ধরিয়াই লই, তাঁহার অগোচরে ওই কমিটি গঠন করা হইয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হয়, সরকারের উপর মুখ্যমন্ত্রীর কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। সরকারের উপর মুখ্যমন্ত্রীর যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। রাজ্যের মুখ্য সচিব এখন বলিতেছেন, ডেথ অডিট কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। ক্রমশ বুঝা যাইতেছে, বিপদ বুঝিয়া এখন মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিব বেসুরো গাহিতেছেন। মুখ্যমন্ত্রী এতদিন এমন ভান করিতেছিলেন, যেন করোনা মোকাবিলা তিনি একাই করিয়া দিতে পারিবেন। তাঁর বশংবদ সংবাদমাধ্যমগুলিও এমনই প্রচার করিতেছিল। কিন্তু দিল্লি হইতে যখনই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল আসিয়া তত্ত্বতালাশ শুরু করিল তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রী পলায়ন করিবার রাস্তা খুঁজিয়া ফেলিলেন। তিনি হাত ধুইয়া বলিয়া উঠিলেন, এখন হইতে মন্ত্রী পরিষদ করোনা সংক্রান্ত কাজকর্ম তদারকি করিবে। মুখ্যমন্ত্রী পলাইবার পথ সন্ধান করিলেও, আপাতত সব পথই বন্ধ। সত্য গোপন করিয়া তিনি যে অপরাধ করিতেছেন, যে সর্বনাশের পথে রাজ্যটিকে ঠেলিয়া দিতেছেন, তাহার জবাবদিহি তাঁহাকে করিতেই হইবে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই রাজ্যবাসী ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বলিয়া এতদিন যে প্রচারের ঢক্কানিনাদ করিয়া আসিতেছিল রাজ্য সরকার, এই সংকটের সময় বুঝা যাইতেছে, পুরাটাই ছিল মিথ্যা প্রচার। ভিতরটি আসলে ফোঁপরা। সংবাদমাধ্যমে এমনও সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে যে, করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে স্থান হইতেছে না। এমনকী, ক্যানসার বা কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসাও বন্ধ। প্রসূতিদেরও বিপদের মুখে পড়িতে হইতেছে। একটির পর একটি হাসপাতালে সংক্রমণের ঘটনা ঘটিতেছে। চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা সংক্রামিত হইতেছেন। প্রশ্ন উঠিবেই যে, লকডাউন ঘোষণা হইবার পর এতদিন রাজ্য সরকার তাহা হইলে কী করিল? মুখ্যমন্ত্রী বশংবদ সাংবাদিকদের লইয়া রাস্তায় ঘুরিয়া চকখড়ির গণ্ডি কাটিয়া প্রচারের আলো কাড়িলেন ঠিকই, কিন্তু করোনা হাসপাতাল চালু করিবার কথা ভাবা গেল না? ইহা প্রমাণ করে করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের আন্তরিকতার অভাব রহিয়াছে। এই সংকটের সময় তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি করিতে। সংখ্যলঘু এলাকায় লকডাউন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। পুলিশের উপর আক্রমণ হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন। সর্বোপরি রহিয়াছে রেশন দুর্নীতি। রেশনের চাল গম চুরি করিয়া তৃণমূলের নেতারা গুদামজাত করিয়াছে– ইহা এখন প্রকাশ্যে আসিয়াছে। বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুব্ধ জনতা রেশন দোকানে হামলা করিতেছে। সংকটের সময় গরিবের পেটে লাথি মারা যে সীমাহীন অপরাধ– সে বোধটুকুও তৃণমূল নেতাদের নাই।

সংক্ষেপে একটিই কথা বলা যায়, মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁহার মন্ত্রী পরিষদ প্রশাসন পরিচালনায় পুরাপুরি ব্যর্থ। এই সরকারকে যত শীঘ্র ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়।

সুভাষিতম্

ক্ষমা শস্ত্রং করে যস্য দুর্জনঃ কিং করিষ্যতি।

অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেবোপশাম্যতি।।

ক্ষমার মতো অস্ত্র যার হাতে থাকে দুর্জনেরা তার কীই-বা ক্ষতি করতে পারে? তৃণহীন স্থানে আগুন এসে পড়লেও নিজেই শেষ হয়ে যায়।

রাজ্যপাল দায়িত্ব পালন করেছেন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে কিছু অপ্রিয় অথচ ন্যায়সঙ্গত প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন। যে প্রশ্নগুলি রাজ্যপাল উত্থাপন করেছেন, সেই প্রশ্নগুলি রাজ্যের আপামর জনসাধারণের মনেও তোলপাড় করছে এবং রাজ্যের মানুষও এ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতেও শুরু করেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভার কোনো সদস্য অথবা রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কোনো আমলা এই প্রশ্নগুলি একবারের জন্যও উত্থাপন করেননি। একবারও মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর ভুল আচরণ এবং ভুল পদক্ষেপের জন্য সতর্ক করেননি। বরং, নিজ নিজ স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর মনোতুষ্টির জন্য তারাও মুখ্যমন্ত্রীর দৈনন্দিন কীর্তনে ধুয়ো দিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যপাল তাঁর চিঠিতে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন? রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছেন, এমন একটা সংকটের সময়ও কেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সরকার সংখ্যালঘু তোষণের নগ্ন রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসছেন না। খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। সম্প্রতি হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় যেভাবে লকডাউন অমান্য করে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর উন্মত্ত মানুষ পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছে, তাতে রাজ্যপালের এই প্রশ্নের যথার্থতাই প্রমাণিত হয়েছে। রাজ্যের মানুষ দেখেছেন, লকডাউন ঘোষিত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে লকডাউনকে অমান্য করার মানসিকতাই প্রকট হয়েছে। এই সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে কঠোরভাবে লকডাউন কার্যকর করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের এক ধরনের উদাসীন্যই চোখে পড়েছে। লকডাউন শুরু হওয়ার প্রথম দু-একদিন পুলিশ একটু সক্রিয় হলেও পরে তাদের রাশ টেনে ধরা হয়েছে। ফলত, এইসব এলাকার মানুষরা মনে করেছেন, লকডাউন অমান্য করে যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার তাদের উপর বর্তেছে। সরকারের ঔদাসীন্য তাদের এই মানসিকতায় পরোক্ষভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে। তোষণের এই নগ্ন নক্কারজনক রাজনীতিটি করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এটুকু বোঝেননি যে, বর্তমান সংকটটি হিন্দু-মুসলমান সবারই। হিন্দুর করোনা হবে আর মুসলমানের হবে না— এ যুক্তি এক্ষেত্রে খাটে না। বরং, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় যদি লকডাউন পালনে কঠোরতা অবলম্বন করানো না যায়, তাহলে গোষ্ঠী সংক্রমণের সম্ভাবনা যে থেকেই যায়— এই আশঙ্কা অস্বীকার করা যায়। এই সহজ সত্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করালেই মুখ্যমন্ত্রী বিরক্ত হচ্ছেন, ক্ষুব্ধ হচ্ছে। বলছেন— 'কমিউনাল ভাইরাস ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে।' কে মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝাবে এই সংকটের সময়ে 'কমিউনাল ভাইরাস' যদি কেউ ছড়ানোর চেষ্টা করে, সে আপনি স্বয়ং। সংকটের সময়ও সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতিতে ব্যস্ত থেকে আপনিই কমিউনাল ভাইরাস ছড়াচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ভুলে যাচ্ছেন, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপালের এই প্রশ্ন করার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার রয়েছে। তেমনই মুখ্যমন্ত্রীও বাধ্য এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে। আসলে মুখ্যমন্ত্রী ভাবতেই পারেননি, শ্রী জগদীপ ধনখড় রাজভবনের ঠাণ্ডা ঘরে বাধ্যছেলে হয়ে দিন কাটাতে আসেননি। তিনি এসেছেন রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে।

রাজ্যপাল আর একটি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন— করোনা সংক্রান্ত ডেথ অডিট কমিটি গঠন করার যৌক্তিকতা কী? সত্যিই, এই কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা কী তা রাজ্য সরকার এখনো পরিষ্কার করতে পারেনি। বরং, এই কমিটি এবং কমিটির কার্যকলাপ ঘিরে নানাবিধ অস্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও তথ্য গোপনের অভিযোগ উঠেছে। প্রথমত, কোনো রাজ্যেই এমন ডেথ অডিট কমিটি গঠন করা হয়নি। সব রাজ্যেই করোনায় মৃতদের ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন চিকিৎসারত চিকিৎসকরা। এই রাজ্যেই শুধু ডেথ অডিট কমিটি গঠন করে চিকিৎসকদের হাত থেকে সেই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখানেই শুধু ডেথ অডিট কমিটি ঠিক করছে, কে করোনায় মারা গিয়েছে— কে নয়। আর এজন্য এই ডেথ অডিট কমিটি একটি অদ্ভুত তত্ত্ব খাড়া করেছে। কী সেই তত্ত্ব? সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যসচিব ঘোষণা করলেন--- এ রাজ্যে ৫৭ জন মারা গিয়েছেন। এদের প্রত্যেকেই করোনা পজিটিভ। কিন্তু এদের মধ্যে ১৮ জন মারা

গিয়েছেন করোনায়। বাকিদের মৃত্যুর কারণ অন্য। ডেথ অডিট কমিটি একে কো-মর্বিডিটি বলে চালানোর চেষ্টা করছে। ডেথ অডিট কমিটির এই প্রচেষ্টা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যে ব্যক্তি কিডনির অসুখে আক্রান্ত, যার কিডনির চিকিৎসা চলছে, চিকিৎসায় যিনি সাড়া দিচ্ছেন, করোনা পজিটিভ হয়ে পড়ার ফলে তার দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফলত তিনি মারা যাচ্ছেন। তাকে কেন কিডনির অসুখেও মৃত বলে চালানো হবে? করোনা পজিটিভ না হলে তো তিনি আরও বেশ কিছুদিন বাঁচতেন। কো-মর্বিডিটির এই অদ্ভুত তত্ত্ব কোনো রাজ্যেই চালু করা হয়নি। চালু করা হয়েছে শুধুমাত্র এই রাজ্যেই। অন্য সব রাজ্যেই অন্য অসুখের জন্য চিকিৎসাধীন কোনো ব্যক্তি যদি করোনা পজিটিভ হয়ে মারা যান— তাকে করোনায় মৃত বলেই গণ্য করা হচ্ছে। তাহলে রাজ্য সরকার ডেথ অডিট কমিটি গঠন করে এই কাজটি করছে কেন? তা কি কোনো সত্য চাপা দিতে? এই সঙ্গত প্রশ্নটিই রাজ্যপাল করেছেন। এভাবে সত্য চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা রাজ্য সরকার এর পূর্বেও দেখিয়েছে। এর আগে যখন এই রাজ্যে ডেঙ্গি মহামারীর রূপ নেয় তখনো রাজ্য সরকার তথ্য গোপন করে রাজ্যকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছিল। এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের আচরণ যে স্বচ্ছ নয়, তথ্য গোপনের একটি প্রচেষ্টা যে রাজ্য সরকার করেই চলেছে— সে বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। আসলে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের আচরণই তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় সন্দেহের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। তদুপরি, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়ে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন, তাতেও পরিষ্কার হয়েছে, কিছু গোপন করার প্রচেষ্টায় তারা মরিয়া। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল শুধু পশ্চিমবঙ্গে আসেনি। অন্য আরও কয়েকটি রাজ্যেও গেছে। সেইসব রাজ্য সরকার এই দলকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের এত আপত্তি কেন? সন্দেহটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

রাজ্যপালের তৃতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এই সংকটের সময় রাজ্যে রেশন কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে। রাজ্যের রেশন কেলেঙ্কারিটি এখন দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। রেশনে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল, গম মিলছে না—এ অভিযোগে ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় রেশন দোকানে হামলা হয়েছে। তদুপরি, রেশন দোকান থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের মাল তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও এখন প্রকাশ্যে এসেছে। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, খোদ রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তাঁরই দলের এক নেতাকে রেশন দোকান থেকে মাল তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভর্ৎসনা করছেন। যত দিন যাচ্ছে, রেশন ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের মানুষেরও ক্ষোভ আরও বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যে কোনো খাদ্যসংকট নেই। তারপরও কিন্তু রেশনে পর্যাপ্ত জিনিস মানুষ পাচ্ছেন না। রেশনের এই দুর্নীতি রোধ করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপও এখনো পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল যথার্থভাবেই এই প্রশ্নগুলি তুলেছেন। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর গোঁসা হতেই পারে। নিজের ব্যর্থতার ছবি মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চান না। দেখতে চান না বলেই তিনি রাজ্যপালের সাংবিধানিক এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। 'আমি নির্বাচিত আপনি মনোনীত'— এহেন কথা বলে রাজ্যপালের সাংবিধানিক পদটিকে অপমান করার চেষ্টাও করছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ভুলে যাচ্ছেন, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপালের এই প্রশ্ন করার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার রয়েছে। তেমনই মুখ্যমন্ত্রীও বাধ্য এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে। আসলে মুখ্যমন্ত্রী ভাবতেই পারেননি, শ্রী জগদীপ ধনখড় রাজভবনের ঠাণ্ডা ঘরে বাধ্যছেলে হয়ে দিন কাটাতে আসেননি। তিনি এসেছেন রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে। ■

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

দিদির প্রকৃত তথ্য অস্বীকারের প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ক্ষতি করছে

করোনা ভাইরাসের জীবাণু ছাড়াও এর সঙ্গী অস্ত্র আর একটি রয়েছে। এর নাম করোনা সম্পর্কে অজ্ঞতা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দুটিই সমান সক্রিয়। আগামী বছরগুলিতে যখন আশা করা যায় এই ভাইরাস আক্রমণের ঘটনা অতীত হয়ে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেবে। তখন কিন্তু গবেষকরা এটাও একইভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন যে এই মহামারী বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে কোভিড-মূর্খদের অবদান কতটা ছিল। আমি সঠিক সময়ে বিশ্ববাসীকে যথাযথভাবে সচেতন করার ক্ষেত্রে হু অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঢিলেমি যা চীনকে না চটানোর পন্থা অবলম্ব করা হয়েছিল শুধু, সে প্রসঙ্গে বলছি না। এই মহামারীর ভয়ংকরতা প্রকাশ্যে আসার বেশ কিছু পরেও এই সংক্রান্ত মূর্খরা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাতে মাঠে নামে।

ভারতের ক্ষেত্রে দিল্লিতে তবলিগি জামাতের নিজামুদ্দিনে জমায়েতের ঘটনা সারা দেশে এই মারাত্মক জীবাণু ছড়িয়ে দিতে বড়ো ভূমিকা নেয়। এর ফলে নাগরিক মনে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, এমনকী এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও নজরে আসতে শুরু করে। ১৪ এপ্রিল অবধি করা সমীক্ষায় দেখা যায় সেই সময় গোটা দেশের করোনা আক্রান্তের সংখ্যার সূচকে তবলিগি মরকজের সূত্রে জড়িত ছিল ৩৪ শতাংশ রোগী। এই সূত্রে রাজস্থানের জয়পুরের উল্লেখ জরুরি। এখানকার এক কোভিড-মূর্খ সদ্য ওমান থেকে সংক্রামিত হয়ে ফেরার পর সমস্ত স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কিত বিধিনিষেধ অমান্য করে একার কৃতিত্বে ২৩২ জন মানুষকে এই ব্যাধির শিকার করে ফেলেন। মনে হয় আগামীদিনগুলিতে কোভিড-মূর্খদের এই ধরনের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের আরও নিদর্শন সামনে আসবে। মনে রাখা দরকার, এই কোভিড মূর্খতা শুধুমাত্র অতি গোঁড়া রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইজরায়েলের মতো উন্নত দেশেও রাজধানী শহর জেরুজালেম এই ধরনের কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ভারতে এই জীবাণু আক্রমণের ফলে এবং বিশাল দেশ হওয়ার কারণে জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়াস চলছে।

সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে দেশের নানা রাজ্যে কোটি কোটি মানুষ নিদারুণ কৃচ্ছ্র সাধন করে দীর্ঘ দিন গৃহবন্দি অবস্থায় দিন যাপন করছেন। কিন্তু তাঁদের এই কষ্টসাধন বিফল করতে কয়েকটি অভিশপ্ত রাজ্য সরকার লকডাউন অমান্য করার স্পর্ধা দেখাচ্ছেন। এই সূত্রে আতঙ্কের কেন্দ্রস্থল পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক ফয়দা তোলার ফলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠছে, আর তা হঠাৎ করে হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই সংক্রান্ত নানান প্রামাণ্য তথ্যাদি উঠে আসছে। শুরুতেই উদাহরণ হিসেবে ১৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে ঘোষিত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৪৪ জন। ১৭ এপ্রিল সকালবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব অনুযায়ী (যা সারা দেশের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হচ্ছে) এই সংখ্যা ছিল ২০৪। এই দুটি পরিসংখ্যানই কিন্তু সম্ভাব্য আক্রান্তের সংখ্যার অনুপাতে কিছুটা কম মনে হতে পারে। কেননা প্রথমত রাজ্যের তরফে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার (আইসিএমআর)-এর

দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজ্যগুলির এই মহামারী মোকবিলায় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু যদি দেখা যায় কোনো রাজ্য এই ধরনের জাতীয় বিপর্যয় সামলাতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশাবলীকে হেলায় অস্বীকার করছে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের তরফে কেবল নির্দেশ দিয়েই বসে থাকলে দায়িত্ব পালন হবে না।

পাঠানো নমুনার সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং রাজ্যে সামগ্রিক পরীক্ষার সংখ্যাও লক্ষণীয়ভাবে কম। অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাবে লক্ষণীয় যে রাজ্যের অন্তর্দেশীয় সীমানা সংলগ্ন জেলাগুলি যেমন, মালদা, মুর্শিদাবাদ , উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্যই হাতে আসছে না। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ওই তারিখে দেওয়া মৃতের সংখ্যা যা অত্যন্ত নগণ্য। মাত্র ১০। এদিকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের অজ্ঞাতে বহু দেহ পুড়িয়ে বা কবরস্থ করার প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সহ নানা খবর প্রচারিত হচ্ছে। ফলে রাজ্যের পক্ষে দেওয়া পরিসংখ্যান মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে। আলোচ্য সময়ে রাজ্যের বাঁকুড়া জেলা থেকে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এসেছে। রাতের অন্ধকারে সেখানে শাসকদলের কর্মীদের তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত গোপনে ২টি মরদেহ সৎকারের সময় ব্যাপক শোরগোল বেঁধে যায়। এই সূত্রে স্থানীয় সাংসদের বিরুদ্ধে এই গোপন অন্যায্য অন্তিম সংস্কারে বাধা দেওয়ার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকার করোনা আক্রান্তের মৃত্যু করোনাতেই হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে ঘোষণা করার জন্য ৫ জন চিকিৎসককে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করেছে। রাজ্যের এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি চিকিৎসক মহল মোটেই সুনজরে দেখছেন না। অথচ কেউই এই ধরনের মহামারীর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেননি। সে কারণেই এই ধরনের তথ্যের কারচুপি করার যে অভিযোগ উঠেছে তার কারণ দুর্বোধ্য। কিন্তু করোনা প্রতিরোধে অন্যান্য জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

প্রথমত, জরুরি বিধিনিষেধের মধ্যে সামাজিক দুরত্ব বা সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং অত্যন্ত দায়সারা ভাবে পালিত হচ্ছে। এই সূত্রে মুসলমান মহল্লাগুলিতে লকডাউনের কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। সেখানে জীবনযাত্রা প্রায় স্বাভাবিক। এর ফলে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। এই নিয়ে কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় রাখার জন্য অভিযুক্ত করেছে। এ যাবৎ প্রাপ্ত সমস্ত হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে এই রাজ্য থেকে যে ৩০০ জন লোক দিল্লিতে তবলিগি মরকজ জমায়েতে অংশ নিয়েছিল সরকার তাদের কোনো অনুসন্ধান, পরীক্ষা বা নিভৃতকরণ সম্পর্কে কোনো তথ্য সামনে আনেনি। বাস্তবে বিষয়টিকে প্রাপ্য গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনাই করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য যে Personal Protective Equipment (PPT) কেন্দ্রীয় সকরারের তরফে পাঠানো হয় তার রং হলুদাভ হওয়ায় তিনি এর মধ্যে শাসকদলের রাজনীতির গন্ধ পেয়ে এগুলিকে গ্রহণে অস্বীকার করেন। জনস্বাস্থ্য দপ্তর মহামারী মোকাবিলায় খেয়ালখুশি মতো কাজকর্ম শুরু করে। এইভাবে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পোশাকগুলিকে বাতিল করায় বহু স্বাস্থ্যকর্মীই নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। পরিণতিতে আক্রান্ত রোগীদের সঙ্গে উপযুক্ত বর্মবস্ত্র ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য হওয়ার কারণে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। হাসপাতালগুলিকে সংক্রমণমুক্ত করতে ও অসুস্থ স্বাস্থ্যকর্মীদের নিভৃতাবাসে পাঠানোর জন্য অনেক হাসপাতাল বন্ধ করে দিতে হয়। সেখানকার রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। এর আর একটি কারণ করোনা আক্রন্তের প্রকৃত সংখ্যাকে অস্বীকার করে আক্রান্ত ও সাধারণ রোগীকে একই সঙ্গে রাখা। এই সূত্রে কলকাতার বাঙুর হাসপাতালের বিরুদ্ধে অঘোষিতভাবে মৃত করোনা রোগীদের দেহ পচন ধরার অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডের মধ্যে এই ঘটনার হদিশ মেলেছে। এই সূত্রে চিকিৎসকদের ভীতি প্রদর্শন ও তাদের কর্মক্ষেত্রে আতঙ্কগ্রস্ততার কারণে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার পর্যায়ে। স্থানীয় প্রচার মাধ্যমগুলিতে এই ধরনের খবর এখন কেবলমাত্র দায়সারা ভাবে নামমাত্র পরিবেশিত হয় মাত্র।

ভয়ের কারণ হলো যদি হটস্পট এলাকাগুলিতে গোষ্ঠী সংক্রমণ ঘটে যায় তাহলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। যে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজ্যের অভ্যন্তরে যে আতঙ্ক দানা পাকিয়ে উঠছে তার পরিণতিতে সামাজিক অস্থিরতাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রেশন দোকানগুলিতে খাদ্য বণ্টন নিয়ে রাজনীতিকরণ হওয়ায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজ্যগুলির এই মহামারী মোকবিলায় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু যদি দেখা যায় কোনো রাজ্য এই ধরনের জাতীয় বিপর্যয় সামলাতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশাবলীকে হেলায় অস্বীকার করছে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের তরফে কেবল নির্দেশ দিয়েই বসে থাকলে দায়িত্ব পালন হবে না। এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা জরুরি।

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক এবং রাজ্য সভার সাংসদ)

শোক সংবাদ

মালদা জেলার গাজোল প্রভাত শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক নন্দদুলাল দাস গত ২৪ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। তিনি এক সময়

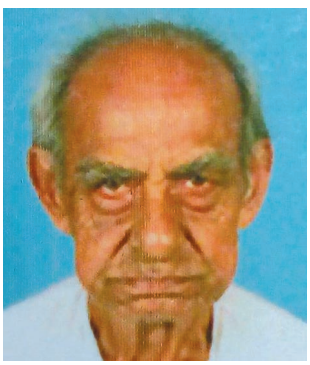

স্বস্তিকা পত্রিকার গাজোলের প্রচার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। বিজেপির গাজোল মণ্ডলের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতেন।

চীনের জীবাণু-যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়ামাত্র

সুজিত রায়

করোনা ভাইরাস। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই এই মারণ-ভাইরাস গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে বিশ্বের সমস্ত দেশের অর্থনীতির ভিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা পর্যন্ত আক্রান্ত। ইংল্যান্ডের রাজকুমার প্রিন্স চার্লস আক্রান্ত। স্পেনের রাজকুমারী মারিয়া টেরোসা করোনা ভাইরাসের আক্রমণে মৃত। ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে আর মেরামত করা যাবে না, এই শঙ্কায় আত্মঘাতী জার্মানির দ্রেহসে প্রদেশের অর্থমন্ত্রী থমাস শেফার। রানি এলিজাবেথ-সহ ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের প্রায় সকলেই ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে। সেখানকার স্বাস্থ্যমন্ত্রীও আক্রান্ত।

স্পেন, ইতালি, আমেরিকায় পিলপিল করে মরছে মানুষ। ইন্দোনেশিয়া-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপান ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই কম-বেশি আক্রান্ত। জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস। কী এই ভাইরাস, কত তার শক্তি? কীভাবে সমস্ত মহাদেশ উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ল এই প্রাণঘাতী ভাইরাসের প্রকোপ। কে দায়ী? কোনও মানুষ? কোনও গোষ্ঠী? কোনও দেশ? পিছনে রয়েছে কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব? সে ষড়যন্ত্রের গভীরতা কতটা?

না, এখনও পর্যন্ত কোনও ষড়যন্ত্রের প্রতি সঠিক দিকনির্দেশ করা যায়নি। কবে তা সম্ভব কীভাবে তাও বলা শক্ত। কিন্তু যেটা চোখে দেখা যাচ্ছে—গোটা বিশ্ব তর্জনি তুলে ধরেছে একটি দেশের প্রতিই। দেশটির নাম চীন। হ্যাঁ চীন। মাও-জে-দং-এর চীন নয়। কমরেড জিনপিং-এর নেতৃত্বাধীন চীনকেই গোটা বিশ্ব দাঁড় করাতে চাইছে কাঠগড়ায়। কেন?

কারণ, চীনেই করোনা ভাইরাস আক্রমণ হেনেছিল প্রথম। উহান প্রদেশে। আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮২ হাজার। মৃত্যু হয়েছে কম-বেশি সাড়ে তিন হাজার মানুষের। সময়কাল ঃ চীনের সরকারি তথ্যমতে, ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে।

চীনের এই আগ্রাসন নীতিতে বিশ্ব কিছুতেই সায় দেবে না। ইতিমধ্যেই বিশ্বের ৮৫টি দেশ একত্রিত হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য, চীনের এই জীবাণু-যুদ্ধের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে অভিযোগ তোলা। বিচার চাওয়া। নির্বিচারে মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার জন্য চীনের বিরুদ্ধে শাস্তি চাওয়া।

সাধারণভাবে হিসেব করলে, চীনকে এভাবে দায়ী করাটা সমীচীন নয়। কারণ ভাইরাসটা চীনে প্রথম সংক্রামিত হলেও, অস্বীকার করা যাবে না ওই সংক্রমণেই দেশের সাড়ে তিন হাজার মানুষ মারা গেছে। গোটা দেশ জুড়ে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৮২ হাজার মানুষ। তাহলে?

উত্তর খুঁজতে গেলে, অনেকগুলি প্রশ্ন তুলতে হবে যে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর বিবেচনা করলেই মিলে যাবে অঙ্ক—কেন চীনকে দায়ী করছে গোটা গ্রহের মানুষ।

প্রশ্ন ১ : চীনে করোনা ভাইরাস প্রথম আক্রমণ করে ২০১৯-এর নভেম্বরে। অথচ চৈনিক প্রশাসন ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগের আগে তা বিশ্বকে জানতে দেয়নি। এমনকী এখনও যখন গোটা বিশ্ব আক্রান্ত তখনও চীনে বাস্তব পরিস্থিতি কী, সে ব্যাপারে কোনো সরকারি তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এত গোপনীয়তা কেন?

প্রশ্ন ২ : চীন থেকে সংক্রামিত ভাইরাস গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে নিল মাত্র দু'মাসের মধ্যে, অথচ উহান-হুবেই ছাড়া বাকি চীন অক্ষত রইল। কোন অঙ্কে?

প্রশ্ন ৩ : হুবেই প্রদেশের দেড় কোটি

মানুষের মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ। এঁরা কি জীবিত? জৈব মানববোমা? নাকি এদের শোয়ানো হয়েছে কবরের অন্ধকারে।

প্রশ্ন ৪ : বেশ কিছু বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কেন চীন থেকে বিতাড়ন করা হলো? খবর প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে?

প্রশ্ন ৫ : বেশ কিছু বিদেশি সাংবাদিককে কেন দেওয়া হয়েছে বিনা পয়সায় ফ্ল্যাট, নগদ অর্থ, গাড়ি ও জীবন যাপনের নানা উপকরণ? ভুল খবর প্রচারের জন্য?

প্রশ্ন ৬ : ভাইরাসের পর্দা ফাঁস করার জন্য দুই কারিগর—জনৈক সাংবাদিক এবং এক নামজাদা ডাক্তার লি ওয়েনলিয়াং-কে কেন মরতে হলো ওই করোনার আক্রমণেই।

প্রশ্ন ৭ : ইতালিতে 'সিটি অব জয়' শীর্ষক পর্যটক কেন্দ্রে ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে Hug a Chinese (এজন চীনাকে আলিঙ্গন করে), 'I am a Chinese, not virus–hug me'—এসব অনুষ্ঠানে কেন মদত দিল চীন?

প্রশ্ন ৮ : কেনই-বা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে চীনে সরকারি মদতে নববর্ষের মোচ্ছব হয়েছিল?

প্রশ্ন ৯ : যখন কোরোনা ভাইরাসে উজাড় হয়ে গেল উহান প্রদেশ, তারপরেও সেখানকার ল্যাবরেটরিতে কেন রক্ষা করা হলো কোরোনা ভাইরসের স্যাম্পল?

প্রশ্ন ১০ : করোনা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পরেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) যখন 'বিশ্বজোড়া মহামারী' ঘোষণা করতে উদ্যত হলো তখন কেন চীন ভেটো দিয়েছিল?

প্রশ্ন ১১ : কেনই বা উন্নত দেশগুলি প্রতিষেধক বানানোর জন্য করোনা সম্পর্কে তথ্য চাইলেও চীন সাড়া দিল না?

প্রশ্ন ১২ : কোন স্বার্থে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কমিউনিস্ট অধিকর্তা ট্যুইট করেছিলেন, কোরোনার হিউম্যান ট্রান্সমিশন হয় না?

প্রশ্ন ১৩ : চীন নিজেই কি প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ফেলেছে? এ প্রশ্নেও চীন নীরব কেন?

প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটির পিছনে আছে কতকগুলো সত্য কাহিনি সেগুলিকে কোনোওভাবেই চীন কোনোদিনই বানানো গপ্পো বলে প্রচার করতে পারবে না। কারণ আগুন ছাড়া কোনও ধোয়াঁই সৃষ্টি হতে পারে না।

চৈনিক ভাইরাস করোনার সংক্রমণের একেবারে শুরুর দিক থেকেই গোটা বিশ্বে ভাইরাল হয়ে যায় একটি উপন্যাসের নাম 'The Eyes of Darkness'। ডিন কুনৎজ-এর লেখা এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন মা যিনি তাঁর সন্তানের আচমকা নিখোঁজ হওয়ার তদন্তে নেমে জানতে পারেন, তাঁর সন্তানকে ছাত্র শিবির থেকে নিখোঁজ করে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল চীনের উহান প্রদেশে যেখানে তখন চলছিল প্রাণঘাতী উহান-৪০০ নামক ভাইরাসের ভয়াবহ প্রকোপ এবং ওই ভাইরাসটিকে উহানের বাইরে অবস্থিত RDNA জৈবিক রসায়নাগারে কৃত্রিমভাবে ৪০০ গুণ বেশি শক্তিতে শক্তিশালী করে তোলা হয়েছিল। ভাইরাসটির ক্ষতিকারক প্রভাব মানব শরীরে কতটা তার বিবরণ পড়তে গিয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। এবং ঘটনাটিকে এবারও ঘটনাস্থল সেই উহান এবং অভিযোগ, ওই উহানেই করোনা ভাইরাস নিয়ে গবেষণা চলছিল কীভাবে ভাইরাসটির শক্তিবৃদ্ধি করা যায়। গবেষণা চলাকালীনই কোনোভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে উহানে যে সম্ভাবনার কথা আগেই ব্যক্ত করেছিলেন ৮ জন চিকিৎসক যাঁদের অন্যতম ছিলেন ৩৪ বছর বয়স্ক প্রতিবাদী ডাক্তার লি ওয়েনলিয়াং। কেউই বিশ্বাস করছেন না, উপন্যাসটির কাহিনি এবং এবারের করোনার আক্রমণ নেহাতই কাকতলীয় ঘটনা।

মারণ জীবাণুসহ ধৃত চীনা গবেষক

চীন যে জীবাণু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল এক বছর আগেই যখন আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন সার্স ভাইরাস সহ একাধিক মারণ ভাইরাসের ভায়াল সহ গ্রেপ্তার করে এক চীনা গবেষককে। ২০১৮-র নভেম্বরে। গ্রেপ্তারের ঘটনাটি ঘটে ডেট্রয়েট বিমান বন্দর থেকে। ওই গবেষক একজন জীববিজ্ঞানী। যিনি এফবিআইয়ের কাছে স্বীকার করেছিলেন, চীনের এক সহকর্মী তাঁকে আমেরিকা থেকে এইসব ভায়ালগুলি আমদানি করতে নির্দেশ দিয়েছিল। ভায়ালগুলি ছিল সার্স, মার্স ও অন্যান্য মারণ ভাইরাসে ভর্তি। কিন্তু ওই চীনা জীববিজ্ঞানীর নাম আইনসংগত কারণে এফবিআই প্রকাশ করেনি।

(এফ বি আই-এর অপ্রকাশিত প্রতিবেদন)

(কৃতজ্ঞতা : ঋতম বার্তা টুডে)

চীন বরাবরই বিশ্বের কাছে একটি স্বার্থপর এবং যুদ্ধবাজ দেশ বলে পরিচিত। চীন কোনোদিনই চায়নি, তাদের পিছনে ফেলে আর কোনো দেশ এগিয়ে যাক অর্থনৈতিক উন্নতিতে, শিল্পে, স্বাস্থ্যসেবায়। যার জন্য চীনের কাছে ভারত যতটা শত্রু, আমেরিকাও ততটাই সমান শত্রু। তাবড় বিশ্ব নেতারা এটাও বিশ্বাস করেন, চীন এক মারাত্মক অস্ত্রে ঘায়েল করতে চায় গোটা বিশ্বকে। না, পরমাণু বোমা নয়, চীন চায় জৈবিক মারাণাস্ত্র বা বায়োওয়েপনের সাহায্যে বিশ্বের সব শক্তিকে ধ্বংস করতে। বিশিষ্ট বায়োওয়েপন বিশেষজ্ঞ এবং বায়োওয়েপন ব্যবহারের ওপর আইনি নিষেধাজ্ঞা বলবৎকরণের প্রবক্তা ডাঃ ফ্রান্সিস বয়েল (Dr. Francis Boyle) কোরোনা ভাইরাস চীনে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, চীন কোরোনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চালাচ্ছিল সংগোপনে। অতি সাধারণ ফ্লু-র মতো ভাইরাসটিকে তীব্র শক্তিধর করে তোলার কাজ শেষ করার পর কনোরকমে ভাইরাস সমৃদ্ধ একটি ক্যাপসুল ফেটে যায় এবং তা ছড়িয়ে পড়ে উহানে। তিনি স্পষ্টতই দাবি করেন, ''..... the coronavirus is an offensive biological warfare weapon with DNA- genetic engineerias''। চীন যে এ ব্যাপারে বহুদিন ধরেই উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল, তারও প্রমাণ মেলে একদফা চীনা গবেষক যখন কানাডার একটি গবেষণাগারে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে ধড়া পড়ে যান কয়েক মাস আগেই।

উহান প্রদেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে যায় উহানের সামুদ্রিক প্রাণী বিক্রির বাজারের এক বীভৎস ভিডিয়ো যেখানে দেখা গিয়েছিল, মানুষ নির্বিচারে কিনছে সব ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী—এমনকী অজগরের মতো বিশাল বিশাল সাপের খণ্ডিত দেহাংশও। গোটা বিশ্বে প্রচার হয়ে গিয়েছিল, ওই বাজার থেকেই ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাস। কিন্তু সে তথ্যকে অচিরেই মিথ্যা প্রমাণ করে দেন মার্কিন সেনেটর টম কটন যিনি টেলিভিশন সংবাদ ফক্স নিউজ-এ বসে দাবি করেন, সংক্রামণটি ঘটেছে উহানের ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি থেকে। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল চীনের জনসংখ্যা কিছুটা কমিয়ে ফেলা পরোক্ষে গণহত্যা ঘটানোর মাধ্যমে। এখনও শোনা

যাচ্ছে—ভাইরাসটি ছড়িয়ে দিয়ে চীন হত্যা করেছে বিশাল সংখ্যক চীনাকে যা চৈনিক প্রশাসন প্রকাশ্যে আনছে না এবং বিদেশি সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে টাকা, বাড়ি, গাড়ি ও জীবনযাপনের সবরকমের বিলাসবহুল উপকরণ উপঢৌকন দিয়ে।

গত বছর ১ নভেম্বর চীনে চালু হয় ৫ জি মোবাইল নেটওয়ার্ক। তারপরেই কোরোনার বিষ ছড়িয়ে পড়ে। জনপ্রিয় আমেরিকান গায়ক কেরি হিলসন তাঁর ৪.২ মিলিয়ান অনুগত সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধুদের ট্যুইটারে জানিয়ে দেন, ৫ জি-র ট্রান্সমিশন রেডিয়েশনই করোনা ভাইরাসকে শক্তিশালী করে তলেছে। চীনও এই প্রচারকে তাঁদের ষড়যন্ত্র-তত্ত্বের আঙ্গিক করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে তদন্ত সাপেক্ষে গ্রেট ব্রিটেনের শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফুলফ্যাক্ট ওই তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দেয়।

আমেরিকার জনপ্রিয় অ্যানিমেশন শো 'সিম্পসনশ' গত ৩০ বছর ধরে এমন কিছু গল্প প্রচার করেছে যা পরবর্তীকালে সত্য ঘটনা হিসেবেই ঘটে গেছে। যেমন, ১১ বছর আগে সিম্পসনশ একটি শোতে দেখিয়েছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েছেন। একটি শো-তে দেখিয়েছিল, একটি জলাশয়ে ধরা পড়েছে তিন চোখওয়ালা একটি মাছ। অনেক বছর পরে আর্জেন্টিনার একটি জলাশয়ে সত্যিই ধরা পড়েছিল তিন-চোখো একটি মাছ।

সিম্পসনশ এবারেও কামাল করেছে। ১৯৯৮ সালের একটি এপিসোডে দেখা গিয়েছিল, একটি টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ পাঠক বোল্ট ব্রকম্যান কোরোনাভাইরাস মহামারি থেকে বাঁচতে নিজের বাড়িতে বসে খবর পড়ছেন। অর্থাৎ সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং যা এবারেও হয়েছে বিশ্বের বহু দেশে। কার্যত বহু দেশই লকডাউন ঘোষণা করে এক ধরনের কার্ফু-পরিবেশে দিনাতিপাত করছে।

এই সমস্ত ঘটনাগুলির কোনোটাই অলৌকিকত্ব অথবা চীনের দায় প্রমাণ করে না। কিন্তু একথাও সত্য—সবটাই কাকতলীয় নয়। কোথাও না কোথাও অদৃশ্য সংযোগ তো রয়েছেই। আমেরিকা সহ বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত

লি ওনেলিং-এর মৃত্যু কি স্বাভাবিক?

চীনের ৩৪ বছর বয়স্ক চিকিৎসক লি ওয়েনলিং-এর কোরোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বিশ্বের মৌলিক অধিকার বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্নের ঝড় তুলেছে। ঝড় উঠেছে চীনকে ঘিরে যেখানে বিশ্বায়নের খোলা হাওয়াও চীনকে শেখাতে পারেনি বাকস্বাধীনতার মাহাত্ম্য। তারা শুধু শিখেছে—কীভাবে সস্তার শ্রম, অমানবিক আচারণ, স্বল্প পুঁজি এবং খেলো উৎপাদন নিয়ে গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক উপনিবেশ কায়েম করা যায়।

লি ওয়েনলিং হলেন সেই চিকিৎসক এবং বিরলতম চৈনিক মানবিকতাবাদী গবেষকও যিনি প্রথম করোনা ভাইরাস মহামারী সৃষ্টি করতে চলেছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বন্ধুদের সতর্ক করেছিলেন। এই তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে গত ৩ জানুয়ারি তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ততদিনে চীনে করোনার সংক্রামণ শুরু হয়ে গেছে ঢিমে তালে। লি তাঁর বক্তব্য থেকে সরে যেতে অস্বীকার করেন এবং নির্দ্বিধায় উড়িয়ে দেন চৈনিক প্রশাসনের অভিযোগ যে তিনি সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই লি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন এবং প্রায় বিনা চিকিৎসায় তাঁর মৃত্যু হয় তীব্র শাসকষ্টে। লক্ষণীয়, জানুয়ারির মধ্যভাগ থেকেই শুরু হয়ে যায় কোরোনার তাণ্ডব এবং তা চীনেরই উহান-পূর্ব প্রদেশেই। মৃত্যু হয় ৩০০০-এরও বেশি মানুষের। দু'মাস পরে ৩ মার্চ অনেক দ্বিধা কাটিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বাধ্য হয় করোনা ভাইরাসের আক্রমণকে মহামারী ঘোষণা করতে।

এরপরেই সোচ্চার হয় কমিউনিস্ট চীনের সংবাদপত্রগুলি। পিপর্লস ডেইলি-র বৈদেশিক অ্যাকাউন্ট Weibo Post ও লিখতে বাধ্য হয় : 'They owe you an apology, we owe you our gratitude'।

Weibo Post-এই প্রকাশিত হয় একটি জ্বলন্ত মোমবাতির দাবি। পাশে লেখা হয় : 'Good people don't live long, butt evil lives for a thousand years.' বেজিং শহরের এক নদীর তীরে জমাটবাঁধা বরফ কেটে লেখা হয় : 'Farewell Li Wenliang'।

ওয়েনলিং-এর মৃত্যু গোটা চীনেই বাকস্বাধীনতা না পাওয়ার হতাশাকে নতুন করে প্রতিবাদের ঝড় তুলতে ইন্ধন জুগিয়েছে। চীনের নাগরিকরাই প্রশ্ন তুলেছেন—কেন করোনা ভাইরাসের সংক্রামণ জনগোচরে আনা হলো না? কেনই বা আগেভাগে ব্যবস্থা নেওয়া হলো না সংক্রামণ রোখার? চীনেও বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই ক্ষোভ প্রত্যক্ষই প্রকাশিত হয়েছে জনপ্রিয় We Chat মেসেজিং গ্রুপে তীব্র বিতর্ক উঠেছে। উহান প্রদেশের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাগ প্রকট হয়েছে বিভিন্ন ব্লগে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অ্যান্টি করাপশন বডি এবং ন্যাশনাল সুপারভাইজারি কমিশন এ ব্যাপারে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলিও জানে—কিছুই হবে না। কিছুই হয় না চীনে। কারণ চীন নামে সাম্যবাদী দেশ হলেও আসলে একনায়কতন্ত্রই চীনের শেষ কথা।

বেশিরভাগ দেশই এখন দোষারোপ করছে চীনকে। এর মূল কারণ, করোনার আক্রমণকে মহামারী ঘোষণা করতে বাধা দিয়েছিল চীনই। কারণ অভিযোগ হল, একবার মহামারী ঘোষিত হলে প্রথম সংক্রামক দেশটিই দায়ী হবে সংক্রমণের জন্য এবং তার জন্য চীনকে ক্ষতিপূরণের দায়ভার ঘাড়ে নিতে হবে।

অদূর ভবিষ্যতে চীন দায়ী হবে কিনা বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে কিনা, সে কথা এখনই বলা যাবে না। তবে চোখ কান বুজে একটা কথা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, এই ভাইরাস সংক্রমণ একটি জৈব অস্ত্র এবং চীন সেই অস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করেছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া হিসেবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন? একটাই কারণ যুদ্ধবাজ একনায়কতন্ত্রের তথাকথিত সাম্যবাদী রাষ্ট্র চীনের বিশ্বজুড়ে একাধিপত্য কায়েম করা।

গত দু'তিন দশক ধরে গোটা বিশ্বের বাজার দখল করেছে চীন। সস্তায় মজুর এবং মগজের জোরে ছোটদের খেলনা থেকে যুদ্ধাস্ত্র—সব কিছুতেই অধিকার কায়েম করেছে চীন। একসময়ে চীনের তৈরি জিনিসপত্র বিশ্বের অন্যত্র প্রবেশ করতো চোরাপথে। বিশ্বায়নের সুযোগে চীন প্রশাসন গোটা বিশ্বকেই চীনা বাজারে পরিণত করেছে। এমনকী অভিযোগ উঠেছে নকল ডিম, নকল চাল, নকল দুধেও ভরিয়ে দিয়েছে পৃথিবী। এহেন অবস্থায় গত কয়েকবছর ধরেই বিশ্বের বহু দেশ একত্রিত হচ্ছিল চীনে উৎপাদিত সামগ্রীর নিম্নমান এবং বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। তার সঙ্গে মিশেছিল সন্ত্রাসবাদে চীনের মদতদান প্রসঙ্গও। যেমন ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ প্রয়োগে চীন বহুদিন ধরেই মদত দিয়ে আসছে পাকিস্তানকে। চীনও রাস্তা খুঁজছিল বাঁচার জন্য। তার কাছে খোলা ছিল একটা রাস্তা—জীবাণু যুদ্ধ। নিজের দেশে তার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রয়োগ করে নিজেকে আড়াল করার নাটকটা অবশ্য মানুষ ধরে ফেলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে আমেরিকার মতো সচেতন দেশে রাতারাতি করোনোয় আক্রান্ত হচ্ছেন লক্ষাধিক মানুষ, ইতালি বা স্পেনের মত স্বাস্থ্য-সচেতন দেশে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্চে, সেখানে চীন এমন কোন জাদুমন্ত্রে বশীভূত করল কোরোনাকে যে মাত্র তিনহাজারের কিছু বেশি মানুষকে মেরেই সে শান্ত হয়ে গেল? তাহলে কি চীন করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে? সন্দেহটা তীব্র হচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে, উহানের মতো করোনা সংক্রামিত প্রদেশে চীনের রাষ্ট্রপতি জিনপিং ঘুরে বেড়াচ্ছেন শুধুমাত্র একটা মাস্ক পরে। এবার হয়তো দেখা যাবে, চীনই করোনার প্রতিষেধক ছাড়বে বাজারে এবং বিশ্বের মানুষ ধন্য ধন্য করে উঠবে চীনের নামে জীবনদাতা হিসেবে বরণ করে নিয়ে।

যে কোনো যুদ্ধবাজ জাতিই তাই করে। প্রথমে মারে, তারপর মলম লাগায়। চীনও হয়তো সে পথেই হাঁটছে। কিন্তু বিশ্ব কি ভুলবে এই মায়াবী জাতিটির নৃশংস খেলায়? বিশ্ব কি মেনে নেবে জীবাণু-যুদ্ধের প্রয়োগকারী এই পীত-জাতিটিকে যারা বিশ্ব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে চিরকাল? যারা মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। যারা মানুষের শ্রমের দাম দিতে জানে না। যারা অন্যায়ের প্রতিবাদকারীদের ওপর নির্দ্বির্ধায় চালিয়ে দেয় ট্যাঙ্ক। যারা দেশের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবদান মনে না রেখে তাঁদের নিখোঁজ করে রাখে। যারা কমিউনিজমের নামে সন্ত্রাসী একনায়কতন্ত্র চালায় দেশের মানুষের ওপর? যারা অর্থকরী লাভ ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই আগ্রহী নয়?

না, চীনের এই আগ্রাসন নীতিতে বিশ্ব কিছুতেই সায় দেবে না। ইতিমধ্যেই বিশ্বের ৮৫টি দেশ একত্রিত হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য, চীনের এই জীবাণু-যুদ্ধের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে অভিযোগ তোলা। বিচার চাওয়া। নির্বিচারে মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার জন্য চীনের বিরুদ্ধে শাস্তি চাওয়া।

করোনা ভাইরাসের আক্রমণে এখন যখন গোটা বিশ্ব বিধ্বস্ত, তখন কিন্তু চীন ঘর গোছাতে শুরু করেছে। আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ইওরোপের বহু দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই যখন কোরোনা বিধ্বস্ত তখন চীন কিন্তু কোরোনাকে আটকে দিয়েছে উহানেই। বাকি চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল করোনার ছোবল খায়নি। অতএব গোটা বিশ্বের মানবশক্তি যখন ঘরবন্দি, অর্থনীতি যখন এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি, মানুষে মানুষে যখন বিচ্ছিন্নপ্রায়, শিল্পসংস্থাগুলি তালাবন্দি, মানুষ দুমুঠো খাদ্য না পেয়ে অনাহারে দিনযাপন করছে, চীন কিন্তু তখন নির্ভয়। কারণ তার বিশ্বজয় হয়ে গেছে। যদি এখনও বিশ্ব চীন-বিরোধী মনোভাব নিয়ে এককাট্টা না হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো অচিরেই আরও শক্তিশালী জীবাণু-যুদ্ধে নামবে চীন। এ জাতটাকে বিশ্বাস করা মানে নিজেদের হাত পোড়ানো। মাটির সাড়ে চার হাজার মিটার গভীরে যারা ল্যাবরেটারি বানিয়ে জীবাণু সৃষ্টি করে, আমেরিকা ও ইউরোপের মতো মহাদেশগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করতে তাদের হাত কাঁপবে না। যে প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার আগে বিশ্বকে এক হতে হবে। বিশ্বের মানুষকে একসঙ্গে আওয়াজ তুলতে হবে—'চীন তুমি দূর হঠো। জিনপিং নিপাত যাও।'

ভারতবর্ষের সামনে আরও বড়ো সমস্যা---ভারতীয় চীনাপন্থীরা। কখনও কমিউনিস্ট, কখনও নকশাল, কখনও মাওবাদী, কখনও মানবাধিকারীর ছদ্মবেশে এই সব চৈনিক ভারতীয়রা এখনও ভোলেননি সেই স্লোগান---'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। আজ যখন গোটা বিশ্ব কোনঠাসা, করোনা আক্রমণ সামলাতে তখন প্রায় সব দেশই হিমসিম খাচ্ছে, ভারতও চিন্তিত, তখন এইসব ভারতীয় চীনাপন্থী বিশ্বাসঘাতকের দল মুখোশ খুলে পথে নেমে পড়তে পারে যে কোনও সময়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এরাই সংখ্যালঘুদের দিয়ে আক্রমণ হেনেছিল পশ্চিমবঙ্গে। এরাই দিল্লিতে দাঙ্গা বাধিয়েছে। এরাই সমর্থন যুগিয়েছে শাহিনবাগ কিংবা পাকসার্কাসের নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে ধর্নায়। এখন চীন যখন বিশ্বের সব শক্তির বিরুদ্ধে তখন এই দেশীয় বিশ্বাসঘাতকরা ছোবল মারতে পারে যে কোনও সময়ে।

এখন সতর্ক থাকার সময়। করোনা ভাইরাস থেকে যেমন তেমনই এইসব মাওবাদী, কমিউনিস্ট, নকশালরূপী চীনা ভাইরাসদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে নজরও রাখতে হবে এদের ওপর। নজর রাখতে হবে---কোন বিষ এরা ছড়াচ্ছে ভারতের অভ্যন্তরে। কারণ বিষাক্ত রাজনীতির নজির এই চীনাপন্থীরা স্বাধীনতার আগে যেমন রেখেছে, স্বাধীনতার পরেও রেখেছে। এদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন মানে নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

অতএব সাধু সাবধান। আসুন, আমরা আজ গোটা বিশ্বের আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াই রাজনীতি ও ধর্মের ভেদাভেদ সরিয়ে। একসুরে গলা মেলাই আরও একবার—'বিশ্ব জুড়ে চৈনিক উপনিবেশ স্থাপনের ষড়যন্ত্র মানছি না মানব না।'

'চীন তুমি মানুষের পৃথিবী থেকে দূর হঠো।'

'জিনপিং নিপাত যাও, নিপাত যাও।'

শান্তি আসুক বিশ্বে। শান্ত হোক বিশ্ব। আমার মানবতার ধ্বনি উঠুক দিকে দিকে। পৃথিবী হোক মানুষের। হ্যাঁ শুধুই মানুষের। বিশ্বাসঘাতকদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সে পৃথিবী হোক সত্যের পূজারি, সুন্দরের পূজারি। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। ■

চীনের করোনা ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

চীনের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন হংকংবাসী।

চীন মাত্র দু' মাসের মধ্যে করোনার প্রকোপ থামিয়ে দিল কীভাবে যখন আমেরিকা, ইতালি, স্পেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশ মৃত্যুমিছিল দেখছে, সে দেশের অর্থনীতি বিকল হতে বসেছে এই করোনার কারণে? তাহলে কী পুরোটাই পরিকল্পনা মাফিক?

এর আগের স্বস্তিকার কোনো সংখ্যায় একটি নিবন্ধে জানিয়েছিলাম হংকং-এর কথা। ২০১৯ সালের আগস্ট থেকে হংকঙে বিদ্রোহ শুরু হয়, তারা স্বাধীনতা চায়। চীন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নির্মম দমন পীড়ন চালাতে থাকে। চীনের সর্বেসর্বা রাষ্ট্রপ্রধান শি জিনপিং বলেন হংকংয়ের আন্দোলনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। চালাতে হবে জৈব মারণাস্ত্র প্রয়োগ। এর জন্য উহানের গবেষণাগারে চলতে থাকে পরীক্ষানিরীক্ষা। উহানের সীফুড বাজারে সেই রকমই একটি বীজাণু সমেত কাঁচের শিশি ভেঙে যেতেই যত বিপত্তি। কী ছিল সেই শিশিতে? কোথা থেকে এল এই শিশি? ১৭ লক্ষ মানুষ রাস্তায়। জল স্থল বায়ু সব সেনাকেই কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু চীনা সেনার পক্ষেও সম্ভব ছিল না এই গণআন্দোলন থামানোর।

২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসে চীনে ইতিমধ্যেই উহান প্রদেশে ব্যাপক মহামারী শুরু হয়েছে। কিন্তু ওই বছর ৩১ ডিসেম্বর প্রথমে বলা হয়েছিল আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে নতুন প্রজন্মের ভাইরাস সৃষ্টি হয়েছে। আবার কখনো বলা হলো চীনারা বাদুড়-সহ নানারকম জন্তু খায় বলে এই অসুখ করেছে। সেটাও আসলে করোনা ভাইরাস যার কারণে ২০০২ সালে চীনের গুয়াংডং প্রদেশে সার্সের মতো রোগ ছড়িয়েছিল। সম্ভবত বাদুড় বা প্যাঙ্গোলিনের মতো প্রাণী থেকে এই ভাইরাস ছড়ায়। ২০০৩ সালে এর ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছিল নাম দেওয়া হলো করোনো, যার মানে মুকুট (crown)। কারণ এর বাইরে মুকুটের মতো থাকে। আর অসুখটার নাম দেওয়া হলো সার্স-কোভিড (সিভিয়র অ্যাকুট রেসপিরেটরি সিনড্রোম-করোনা ভাইরাস-ইনফেক্টেড ডিজিজ)। ডিসেম্বরে চীনের প্রথম প্রকাশিত সরকারি বয়ানে বলা হলো এটা দ্বিতীয় ধরনের করোনা ভাইরাস। আর অসুখটার এখন নাম দেওয়া হয়েছে কোভিড-১৯, ভাইরাসের নাম নোভেল করোনা । নামের কারণগুলো সহজবোধ্য। এ সহজেই নিজেকে নিউটেট করতে পারে এবং এর কোনো প্রতিষেধক নেই আর ভীষণ ছোঁয়াচে, সামান্য স্পর্শে বা নিশ্বাসের মাধ্যমে ছড়াতে পারে আর বিভিন্ন ধরনের তলে এক ঘণ্টা থেকে বাহাত্তর ঘণ্টা পর্যন্ত জীবিত থাকে।

শি জিনপিং-এর এক বড়ো অফিসার জানালেন রহস্য কোথায় লুকিয়ে আছে। চীনের পলিটিক্যাল পার্টির এক বৈজ্ঞানিকের লেখায় জানা যায় চীন এই বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছিল। হংকং-এর পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ হয়। কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না। তখন ঠিক হয় হংকং-এ প্রয়োগ হবে জৈব অস্ত্র। চীনের অনেক বৈজ্ঞানিক সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর হয়। কিন্তু সেই জৈব অস্ত্র কোথায় প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হবে? স্থির হলো উইঘুর জনজাতির উপরে সেই অস্ত্রের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হবে। তার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখে তারপর তা হংকং-এর মানুষদের উপরে প্রয়োগ করা হবে।

চীনের আর এক উপদ্রুত এলাকা বৃহত্তম প্রদেশ শিনজিয়াং। সেখানকার তুর্কি জনজাতি উইঘুরদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পুরে রাখা হয় (এদের কথাও পত্রিকায় আগে জানিয়েছি)। সমস্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়। সেখানে মসজিদে জমায়েত নিষিদ্ধ আর

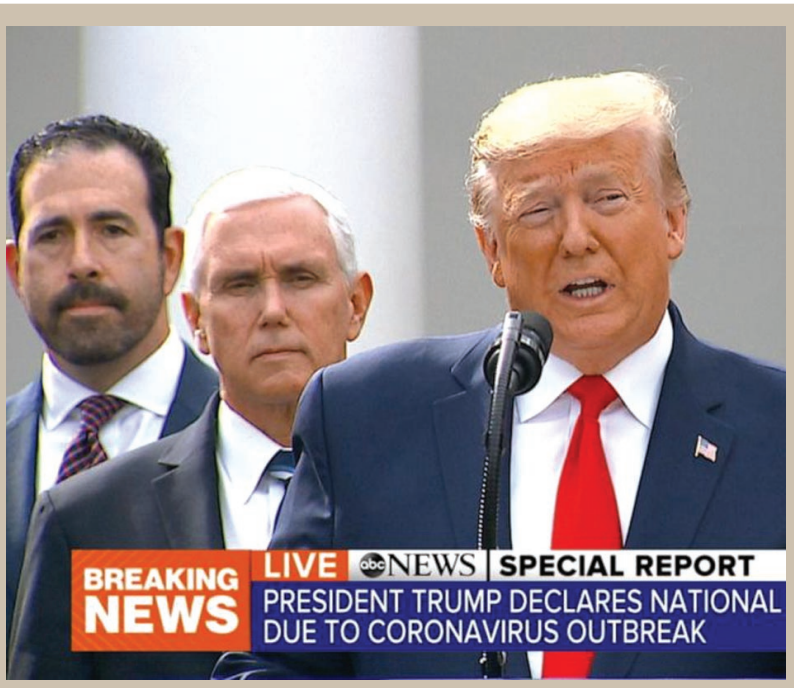

ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতির জন্য চীনকেই দায়ী করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

লাউডস্পিকারে আজান দেওয়া, দাঁড়ি রাখা বা বোরখা পরা, টুপি পরা সব নিষিদ্ধ। প্রায় দশ লক্ষ পুরুষকে আলাদা করে রাখা হয়েছে যাতে নতুন জন্ম না হয়।

জৈব অস্ত্র প্রয়োগের জন্য চীন তৈরি ছিল না। তাই ঠিক হলো উইঘুরদের উপর প্রথমে ছড়ানো হবে। কিন্তু এর ফল হয় ভয়ানক। মানুষের সর্বাঙ্গ বিকল করে দেয় এই ভাইরাস। ওদিকে আমেরিকায় সিআইএ এই ভাইরাস নিয়ে গবেষণার জন্য কয়েকজন চীনা বৈজ্ঞানিককে প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। কী করে আমেরিকা এই ভাইরাসের খবর জানল চীনের সামরিক অফিসাররা সে বিষয়ে সতর্ক হয়ে ওঠে আর সব ডিল বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা ভয় পেয়ে যায়, কারণ চীন ভয়ংকর এই জৈব অস্ত্র ব্যবহার করে গোটা দুনিয়াকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। আর তাই ঘুরিয়ে বলতে থাকে 'চীনা ভাইরাস'। কিন্তু চীন মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে যে তথ্য দেয় তা মিথ্যা। প্রথমে বলেছিল ৩২৬০,. এখন বলছে ৪৬৩২। এটাও মিথ্যা; বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ,সেখানে প্রথমে করোনা আক্রান্তদের গুলি করে মারা হচ্ছিল এবং অসংখ্য মোবাইল ফোন রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সাধারণত করোনা আক্রান্ত বা মৃত কোনো ব্যক্তির মোবাইল ফোন এভাবে ফেলে দেওয়া হয়।

এবার অন্য কয়েকটা বিষয়ে নজর ঘোরানো যাক। সন্দেহ দানা বাঁধছে নানা কারণে। গোড়া থেকেই চীনের এই লুকোচুরি কেন? খবরটা প্রকাশ করতে এতদিন সময় লাগার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর হার নিয়ে এত কারচুপি কীসের জন্য? তৃতীয়ত উহানের আট-দশ-বারো হাজার কিলোমিটার দূরে ইউরোপ ও আমেরিকাতে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ল, অথচ মাত্র দুশো তিনশো কিলোমিটার দূরে সাংহাই বা বেজিং-এ ছড়াল না কেন? চতুর্থত, চীনে রাতারাতি সব কিটস, পিপিই বানানো হলো। কত হাসপাতাল গজিয়ে উঠল, কত কোয়ারেন্টাইন সেন্টার গড়া হলো? আবার তা গুটিয়েও ফেলল! পঞ্চম কারণ, চীন মাত্র দু' মাসের মধ্যে করোনার প্রকোপ থামিয়ে দিল কীভাবে যখন আমেরিকা, ইতালি, স্পেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশ মৃত্যুমিছিল দেখছে, সে দেশের অর্থনীতি বিকল হতে বসেছে এই করোনার কারণে? তাহলে কি তারা আগে থেকেই এর ওষুধ আবিষ্কার করে বসে আছে কিন্তু অন্য দেশকে জানতে দিচ্ছে না? এখন যে নতুন করে করোনা আক্রান্তের খবর রটাচ্ছে তা বানানো নয়তো?

ইংল্যান্ডের নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সুমন্ত্র মৈত্র জানাচ্ছেন, ''চীনা কমিউনিস্টরা ভয় পেয়েছে। মেরুদণ্ডহীন ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম থেকে এটা জানা যাবে না। তারা চীনা শাসনযন্ত্রের শেখা বুলি আওড়ায়, কিন্তু বলতেই হয় চীনারা ভয় পেয়েছে। কালক্রমে বিশ্বভুবনে তাদের প্রভুত্ব করার স্বপ্ন— আমেরিকাকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করিয়ে দিয়ে তাকে ভেঙে পড়তে দেওয়া একটা নিয়তির খেলা মাত্র। কিন্তু তারপর সব নড়ে গেল। অদক্ষতা, অপরাধজনক অবহেলা ও চীনের অভ্যন্তরে কাঁচা মাংস ও সমুদ্রের খাদ্য থেকে উৎপন্ন এক বিধ্বংসী ভাইরাসের কথা একনায়কতান্ত্রিক উপায়ে চেপে রাখা সব কিছু মিলিয়ে চীনের কথা দাবানলের মতো সারা বিশ্বে এখন ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব মৃত্যু, মন্দা, চাকরি হারানো ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য বেজিং দায়ী। তাই বেজিংও ভীত। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে কিন্তু কিছু সংবাদমাধ্যম ও তথাকথিত সেলিব্রিটিদের কয়েকজন ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বব্যাপী সংকটের সময়ে বিভেদমূলক, দেশবিরোধী প্রচারণায় ব্যস্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এইরকম সর্বব্যাপী সামাজিক যন্ত্রণাময় পরীক্ষার সামনে আমরা আর পড়িনি।''

চীন যে ভয় পেয়েছে তা বোঝা যায় যখন তাদের ডিপ্লোম্যাটরা ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার চালাচ্ছে যে আমেরিকান সেনাবাহিনী কীভাবে চীনের সামুদ্রিক খাদ্যের বাজারে এই ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে। বিগত সিকি-শতকের বিদেশনীতির বিশ্বদর্শন এই আখ্যানকে বদলানোর জন্য অন্তিম চীৎকার জুড়েছে তা সবাই দেখতে পাচ্ছেন ট্যুইটারে যখন 'চীন মিথ্যা বলছে আর মানুষ মারা যাচ্ছে' –এই মত প্রবল তখন এটা ঘটছে যতই পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম চীনের দোষ ঢাকার চেষ্টা করুক না কেন।

আর একটা তত্ত্ব উঠে আসছে, সেটি অর্থনীতর। চীনের বহু বিদেশি কোম্পানির শাখা আছে। যখন চীনের শেয়ার বাজার ভয়ংকরভাবে পড়ে গেল তখন সস্তায় চীনের পুঁজিপতিরা বিদেশি কোম্পানির শেয়ারগুলো কিনে নিল। তার ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলোর একটা বিপুল অংশের মালিকানা চীনাদের হাতে চলে এল।

চীন দীর্ঘকাল ধরে দমনপীড়নে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তাদের ন্যূনতম মানবিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় চীনে কোনো গর্বাচভ আবির্ভূত হননি। ■

করোনা ভাইরাস নিয়ে সমস্ত অভিযোগ চীনের দিকেই

স্বপন দাস

গত দশকের শেষ সময় থেকে সারা বিশ্বে চলছে অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। এই লড়াই জেতার ওপর নির্ভর করেই বিশ্বের সুপার পাওয়ারের তকমাটা নিজের মাথায় পরাতে পারবেন তিনিই, যিনি এই অর্থনৈতিক ক্ষমতাতে সবচেয়ে শক্তিশালী হবেন। করোনা ভাইরাস বা নোভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯, এই তিনটি নামের একটি মারণ ভাইরাস, ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ জারি হয়েছে, সেই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অভিযোগ এই ভাইরাসকে অস্ত্র করে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জয়লাভ করতে চাইছে চীন। আর অন্যদিকে আমেরিকার দিকেও আঙুল যে ওঠেনি তা নয়। চীন তাদের গা থেকে সব অভিযোগ ঝেড়ে ফেলে দায় চাপিয়েছে আমেরিকার ওপর। এই দুটি দেশই এই মুহূর্তেই সারা বিশ্বে মহা শক্তিধর হিসেবে ধরা হয়। এই সময়ে আমেরিকাকে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতায় ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে চীন। ফলে দড়ি টানাটানি যে দু'দেশের মধ্যেই হবে, সেটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েমের চেষ্টায় কেউ কাউকে এক চুলও ছেড়ে কথা যে বলবে না, সেকথা চোখ বন্ধ করেই বলে দেওয়া যায়। ২০১৯-এর মাঝামাঝি সময়ে যখন বিশ্ব অর্থনীতির একটি সমীক্ষায় ইতালি, ফ্রান্স, ভারত, ইরান-সহ বেশ কিছু দেশের অগ্রগমন প্রকাশ পেতে থাকে, ঠিক সেই সময়েই এমন কিছু একটা করে এই দেশগুলিকে ধাক্কা দেবার গেমপ্ল্যান তৈরি করে বাস্তবে তা রূপ দিতে শুরু করে চীন। এই অভিযোগ উঠছে চীনের বিরুদ্ধে বারে বারেই। সারা বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা খবরের মধ্যে সেই বিষয়টি সংবাদ আকারেও এসেছে।

মেডিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে ডক্টরেট, ড্যানি শোহাম ১৯৭০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ইজরায়েল সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীতে মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বব্যাপী জৈব ও

মার্কিন সেনেটর টম কটনের একধাপ অভিযোগ, চীনের প্রেসিডেন্ট করোনা বিষয়ে অনেক কিছুই লুকাতে চাইছেন। তাঁর দাবি, জীবাণুযুদ্ধের জন্যই এই ভাইরাসটি চীনের ল্যাবে বানানো হচ্ছিল। আর প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে এটি লুকোবার কারণ, এখন আন্তর্জাতিক আইনে জীবাণুযুদ্ধ নিষিদ্ধ।

রাসায়নিক অস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ের সিনিয়র বিশ্লেষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ইজরায়েলের ওই প্রাক্তন সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ড্যানি শোহাম বলেছেন, প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসটি চীনের একটি গোপনীয় জীবাণু অস্ত্র পরীক্ষাগার থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। গবেষণাগারটি উহান শহরে অবস্থিত বলে দাবি করেছেন ওই কর্মকর্তা। ড্যানি শোহামের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক সংবাদটি প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন টাইমস। ড্যানি শোহাম চীনের জীবাণু অস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর দাবি, 'উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি' প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চীনের গোপনীয় জীবাণু অস্ত্র কর্মসূচির যোগসূত্র রয়েছে। তিনি বলেন, 'ইনস্টিটিউটের কয়েকটি গবেষণাগার সম্ভবত চীনা জীবাণু অস্ত্র গবেষণা এবং বিকাশের জন্য নিযুক্ত রয়েছে।' করোনা ভাইরসা নিয়েও ওই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা করছে বলে ধারণা করছেন তিনি। সার্সের মতো ভাইরাস নিয়ে গবেষণা চীনের জৈব রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বলে জানান ড্যানি। চীনের উহানে এই প্রাণঘাতী ভাইরাসের দেখা মেলার পর রেডিয়ো ফ্রি এশিয়া কিছুদিন আগে তাদের আর্কাইভ থেকে ২০১৫ সালের একটি প্রতিবেদন পুনঃ সম্প্রচার করে। ওই প্রতিবেদনটি ছিল চীনের সবচেয়ে অত্যাধুনিক ভাইরাস গবেষণাগার উহান ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজির ওপর। প্রতিবেদনে উহান শহরে অবস্থিত এই গবেষণাগারে প্রাণঘাতী বিভিন্ন ভাইরাস নিয়ে গবেষণা চলছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ইজরায়েলের প্রাক্তন সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ড্যানি শোহামের মতে, উহান ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজি চীনের গোপন জৈব অস্ত্র প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি ই-মেইল বার্তায় তিনি বলেন, বেসামরিক-সামরিক গবেষণার অংশ হিসেবে জৈব মারণাস্ত্র নিয়ে গবেষণার কাজ হয়ে থাকে চীনের ওই গবেষণাগারে। এ ধরনের যে কোনো প্রকল্প অবশ্যই গোপন রাখা হয়। এই ই-মেইলের বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে সারা বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে।

চীন যে এই ভাইরাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেই বিষয়কে উসকে দিয়েছে নানা প্রশ্ন ও সাহিত্যের অংশ। মূল প্রশ্ন, ভাইরাসটি কী চীন বায়োলজিক্যাল যুদ্ধের জন্য তৈরি করেছিল? এই প্রশ্নটা ওঠার মূলে ৪০ বছর আগের একটি উপন্যাস। সেই উপন্যাসটিতে একটি ভাইরাসের নাম রয়েছে উহান-৪০০। ওই থ্রিলার উপন্যাসটির নাম 'আইজ অব ডার্কনেস'। ১৯৮১ সালে ডিন কুনৎজ এই উপন্যাসটি লেখেন। সেই উপন্যাসে উহান-৪০০ নামে একটি ভাইরাসের কথা বলা হয়েছে, যা নাকি চীনে বায়োলজিক্যাল যুদ্ধের গবেষণাগারে প্রস্তুত করা হচ্ছে। বায়োলজিক্যাল যুদ্ধ হলো মারণ ভাইরাস প্রয়োগ করে একটি দেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। সম্প্রতি উপন্যাসের এই কথাটি সারা বিশ্বের

সংবাদমাধ্যমে গুরুত্ব পাচ্ছে। এদিকে এই উপন্যাসটি নিয়ে নেটিজেনদের মাতামাতি এই মুহূর্তে তুঙ্গে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এই মাতামাতির খবর ইতিমধ্যে সংবাদেও বেশ খানিকটা জায়গা করে নিয়েছে। নেটিজেনদের দাবি, বইটির মাধ্যমে ৪০ বছর আগেই লেখকের করা ভবিষ্যদ্‌বাণী আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ব্যক্তি প্রথম এই উপন্যাসের একটি অংশ পোস্ট করেন। আর সেখান থেকেই আজকের এই পরিস্থিতির সঙ্গে অনেকটাই মিল খুঁজে পেতে শুরু করেন নেটিজেনরা। এরপরই সেই পোস্ট ভাইরাল হয়ে যায়। উপন্যাসের ওই অংশটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তারা। কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারিও ওই পোস্টটি ট্যুইটারে শেয়ার করে লিখেছেন, 'করোনা ভাইরাস কি চীনের তৈরি করা বায়োলজিক্যাল অস্ত্র?' এই বইটি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু মণীশ তিওয়ারিই নন, ডিন কুনৎজের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যি হয়েছে বলে দাবি করছেন নেটিজেনদের অনেকেই। কেউ কেউ লিখেছেন, 'এ এক আশ্চর্য মিল বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।' কেউ আবার লিখেছেন, 'আশ্চর্য এক দুনিয়ায় বাস করছি আমরা।' প্রসঙ্গত, বায়োলজিক্যাল যুদ্ধের খানিকটা শুরু হয়েছিল বহু আগেই। বায়োলজিক্যাল অস্ত্র তৈরির ইতিহাস বিশ্বে বেশ পুরনো। অ্যানথ্রাক্স, বরুসেলোসিস, করেরা, প্লেগ, নিউমনিক প্লেগ, টুলারেমিয়া, স্মল পক্স, গ্ল্যান্ডার্সেই মতো মারণ ভাইরাস, ব্যাক্টোরিয়া একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে যুদ্ধে। নেটিজেনদের এইসব মতামত সংবাদপত্রের পাতায় বেশ জায়গা করে নিতে বেশি সময় নেননি।

চীনের দিকে অঙ্গুলি হেলনের কারণ আরো আছে। সে কথায় আবার আসছি। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর যে বিষয়টার দিকে লক্ষ্য দিতে হয় সেটা হলো, এই নোভেল করোনা ভাইরাস ৩৮০ বার তার জিনগত চরিত্র বদল করেছে। এই বদলের সঙ্গে সঙ্গেই আরও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে এখন। গবেষকরা বলছেন, সাধারণ ভাইরাসের থেকে এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত মারণ বিষ অনেকটাই বেশি। সেই কারণেই বিজ্ঞানীদের মাথা অনেকটাই খারাপ করে দিচ্ছে এই ভাইরাস। একে সামাল দিতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে গবেষক থেকে বিজ্ঞানীদের। অন্য ভাইরাস একজন আক্রান্তকে চিকিৎসার সামান্য হলেও একটু সুযোগ দেয়, আর এটির উপস্থিতি জানতে জানতেই আক্রান্ত অনেকটাই চিকিৎসাব্যবস্থার সাহায্য নেবার জায়গা থেকে দূরে সরে যায়। করোনা ভাইরাস তাই সেই অর্থে সারাবিশ্বে মহামারীর চেহারায় এই একটি কারণে।

আবার ফিরে আসি আগের প্রসঙ্গে। ইজরায়েলের গোয়েন্দা ড্যানি আর পৃথিবীর নানা প্রান্তের মাইক্রোবায়োলজিস্টদের দাবির সমর্থনে সরব হয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েস কলেজের আইনের অধ্যাপক ড. ফ্রান্সিস বয়েল। রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংগঠনের একজন শীর্ষ কর্তাও তিনি। বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর মতামত বেশ গুরুত্ব-সহ সঙ্গে তাঁর করা তারা কর্ম প্রচেষ্টার কথাও ফলাও প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন তাঁর চেষ্টাতেই যে ১৯৮৯ সালে 'বায়োলজিক্যাল ওয়েপনস অ্যান্টি টেররিজম অ্যাক্ট' বিল পাশ হয়েছে, সেটি এই ভাবেই সামনে এসেছে। এই নোভেল করোনা ভাইরাস যে শুধু মাত্র একটা সাধারণ ভাইরাসের চরিত্র বহন করছে, সেটা মানতে চাননি ফ্রান্সিস। সেই সরবতা প্রকাশ পেয়েছে পৃথিবীর প্রায় সব কটি সংবাদপত্রের শিরোনামে। তাঁর কথায়, উহানের ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজির বায়োসেফটি লেভেল ফোর ল্যাবে খুব গোপনেই মারণাস্ত্র তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। সেখান থেকেই ছড়িয়েছে এই ভাইরাস। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, যে চীনের একটি সমুদ্রজাত পণ্যের বাজার থেকে এই করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে বলে যে গল্প এখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে, তা নিছক আসল বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা মাত্র। তিনি দাবি করেছেন যে, এই মারণাস্ত্র তৈরির বিষয়টা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে অজানা নয়। তাঁর এই দাবিও সারা বিশ্বের নানা সংবাদমাধ্যমে ইতিমধ্যেই দেখেছেন নিশ্চয়। এই দাবির সমর্থনে তাঁর যুক্তি, উহানের ওই ল্যাবকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপার ল্যাবের তকমাও দিয়েছে। এর পিছনে যে বিষয়টা আছে, সেটি হলো নিরাপত্তা। এই ল্যাবে নাকি জীবাণু নিয়ে কাজ হলেও, সম্পূর্ণ নিরাপদ, আর এটির এমন একটি উইং আছে যেটির সঙ্গে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ নেই। আর এখানে কী কাজ চলছে, সেটিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিশ্চয়ই গোচরে থাকাটা স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে।

চীনের সমুদ্রজাত পণ্যের গল্পটা আরেকবার জেনে নেওয়া যাক। এই করোনা ভাইরাস নাকি একটি প্যাঙ্গোলিনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ বলছেন, ওই পরীক্ষাগারে যে প্যাঙ্গোলিনের ওপর পরীক্ষা চলছি, সেটি চুরি হয়ে গিয়ে বাজারে আসে, সেটির মাংস যারা খেয়েছেন, তারাই সবার প্রথমে সংক্রমণের বাহক হয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই ভাইরাসের নাকি একমাত্র সুবাহক হচ্ছে প্যাঙ্গোলিন। অন্য কোনো জীব বা পাখি নয়।

অন্যদিকে ২০১৫ সালের রেডিয়ো ফ্রি এশিয়ার একটি রিপোর্ট সম্প্রতি অনেক সংবাদমাধ্যমের হাত ধরে আমাদের সামনে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, উহানের ওই ল্যাবে ভয়ংকর ও প্রাণঘাতী সব ভাইরাস নিয়ে গবেষণা চলছে। আর সেই গবেষণার মাধ্যমে বেইজিং জৈব রাসায়নিক জীবাণু মারণাস্ত্রের দিকে হেলে পড়ছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বেশ রটেছে। অনেকে বলছেন, যা রটে তার কিছুওতো বটে। সেটা একবার দেখা যাক। এই ভাইরাসের প্রাথমিক বিষয়টা কানাডার একটি ল্যাব থেকে চুরি করেছে চীন। এরপর সেটির আমূল জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে চীনের ওই গবেষণাগারটি। তার ফলশ্রুতি এই নোভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯।

মার্কিন সেনেটর টম কটন একধাপ এগিয়ে গিয়ে দাবি করেছেন, চীনের প্রেসিডেন্ট করোনা বিষয়ে অনেক কিছুই লুকাতে চাইছেন। তাঁর আরও দাবি, চীন জীবাণুযুদ্ধের জন্যই এই ভাইরাসটি ল্যাবে বানানো হচ্ছিল। আর প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে এটি লুকোবার কারণ, এখন আন্তর্জাতিক আইনে জীবাণুযুদ্ধ নিষিদ্ধ। সেক্ষেত্রে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে।

আবার ফিরে আসি ড. ফ্রান্সিসের কথায়। তিনি বলেছেন, সার্স বা ইবোলা ভাইরাসের চরিত্র যখন প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে, তখন অভিযোগের তির কিন্তু গিয়েছিল এই গবেষণাগারের দিকেই। এই গবেষণাগারটি রোগ প্রতিরোধ নয়, প্রাণঘাতী অস্ত্র বানাতেই মত্ত এমনটাও বলেন ফ্রান্সিস। এই দাবি ইতিমধ্যে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত। ফলে এই করোনা ভাইরাসকে নিয়ে চীনের দিকে যে বারে বারে আঙুল উঠছে, সেক্ষেত্রে কোনো সদর্থক যুক্তি দিয়ে সেই অভিযোগ থেকে বেরোতে পারছে না চীন। ■

চীনের বোধোদয় কবে হবে?

পবন চৌধুরী

শুকনো খুক খুক কাশি আর জ্বর! একরকম প্রত্যেক বছরই হয়ে থাকে আমার আপনার সবার। কিন্তু এই সামান্য কাশি আর জ্বরই এবার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে একশো পঁচিশটা দেশের। ২১ জানুয়ারি থেকে প্রত্যেকদিন সিচুয়েশন রিপোর্ট বার করে চলেছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন। প্রত্যেকদিনই আক্রান্ত দেশের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে একের পর এক দেশ। ২ মে হু-র সিচুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী গোটা বিশ্বে এখনো পর্যন্ত ৩৪,০২,১৬০ জন আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গিয়েছেন ২,৩৯,৬২৩ জন। করোনাভাইরাস... কোভিড-১৯! থরথর করে কাঁপছে সবাই আজ এই ভাইরাসের নাম শুনে।

আজ থেকে সতেরো বছর আগে, ২০০৩ সালে, ঠিক একইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, মনে আছে নিশ্চয়? Severe Acute Respiratory (SARS) বলে এক মারাত্মক রোগের প্রকোপে ১৭টি দেশে ৭৭৪ জন মানুষ মারা গিয়েছিল। তার পিছনেও ছিল সেই একই দানব--- করোনাসুর— করোনা ভাইরাস! এই দুই মারণ রোগেরই উৎপত্তিস্থল হিসাবে একটা নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে— চীন বা চায়না!

কিন্তু কেন? সেটাই আজকের প্রতিপাদ্য বিষয়। হুয়ানান ফুড মার্কেট। উহান, হুবেই, সেন্ট্রাল চায়না। নতুন বছরের প্রথম দিনেই চাইনিজ গভর্নমেন্ট এই ফুড মার্কেট তড়িঘড়ি বন্ধ করে দিয়েছিল। কেন? কী রহস্য? কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত প্রথম ৪১ জনের মধ্যে ২৭ জনই এই ফুড মার্কেটে বাজার করতে এসেছিলেন। চমকে দেওয়ার মতো সাদৃশ্য— ২০০২ সালে সাউথ চায়নার গুয়াংজুর এক ফুড মার্কেট থেকেই প্রথম ছড়িয়েছিল মারণ রোগ SARS!

কী আছে এই ফুড মার্কেটগুলোতে যে

একের পর এক অজানা মারণ ভাইরাসের আবির্ভাব ঘটছে?

করোনাভাইরাসের এত পছন্দের জায়গা কেন চায়না? সেই গল্পই বলি। ভাইরাস এক অদ্ভুত জিনিস। সে একাধারে জড় আবার জীব। এমনিতে মৃত, নিঃসাড় কিন্তু কোনো জীবের জীবন্ত কোষের সংস্পর্শে এলেই এক অদ্ভুত মায়াবী শক্তিতে সজীব হয়ে অস্বাভাবিক ভাবে বংশবিস্তার করতে থাকে। উদ্ভিদ, প্রাণী থেকে শুরু করে ব্যাক্টেরিয়া ও তার আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। ভাইরাস বহনকারী এই জীবনের বলে ক্যারিয়ার।

মারাত্মক কিছু ভাইরাসের ক্যারিয়ার হলো আমাদের চেনা পরিচিত কিছু প্রাণী। যেমন, ইনফ্লুয়েঞ্জা এসেছে মুরগি ও শুয়োরের মতো farm animals থেকে, HIV নিয়ে এসেছে শিম্পাঞ্জি, ইবোলা এসেছিল বাদুড় থেকে। কোভিড-১৯ সবকিছুর রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। কারণ এই ভাইরাস বাদুড়, সাপ, প্যাঙ্গোলিন ইত্যাদি বেশ কয়েকরকম ক্যারিয়ার চেঞ্জ করে তারপর আক্রমণ করেছে মানুষকে। কিন্তু এটা কী করে হলো?

করোনা ভাইরাসকে এতগুলো ক্যারিয়ার চেঞ্জ করার জন্য একটা মিলনায়তন দরকার ছিল, আর উহানের হুয়ানান ফুড মার্কেট সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে। মানে? হুয়ানান ফুড মার্কেটে রয়েছে প্রায় ১২৫ রকমের জীবন্ত প্রাণীর লাইভ ওয়েট মার্কেট! খাঁচার উপরে খাঁচার উপরে খাঁচার উপরে খাঁচা। সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি, বাদুড়, শেয়াল, ভালুক, ভেড়া, ছাগল, ময়ূর, উটপাখি গোরু, খরগোশ, বনবেড়াল, কুমির, কচ্ছপ, কুকুর কিচ্ছু বাকি নেই। যেটি আপনার পছন্দ মতো খাঁচা থেকে বের করে গলা কেটে দেওয়া। তারপর ছাল ছাড়িয়ে টাটকা মাংস পলিথিন প্যাকেটে করে আপনার হাতে! প্রত্যেক রকম প্রাণী বিভিন্ন রকমের ভাইরাসের ক্যারিয়ার! এ যেন ভাইরাসদের ব্রিগেড বা প্রগতি ময়দান! ধরুন, আপনি আজ মিক্সড সুউপ খাবেন— চিকেন, মটন, প্রনের বদলে কিনলেন বাদুড়, পাইথন আর প্যাঙ্গোলিন। খাওয়ার বা রন্ধন পদ্ধতিও বলিহারি! সেদ্ধ বা ফ্রাই করার দিকেও যান না তাঁর। ধোঁয়া ওঠা গরম জলে ধনেপাতা আর পেঁয়াজকলির সঙ্গে বাদুড়ের ডানা, প্যাঙ্গোলিনের নখ আর পাইথনের নরম মাংস কাঁচাই ফেলে দিলেন, তারপর পরম তৃপ্তিতে সাবাড়!

করোনা ভাইরাস মিক্সড সুউপের মিক্সিং থেকে তার জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে যখন end user-এর শরীরে প্রবেশ করছে, তাকে বাধা দেওয়ার শক্তি আমাদের শরীরের ইমিউনিটির আর নেই। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যায়, চাইনিজদের এমন অদ্ভুত ফুড হ্যাবিটসের কারণটা কী? বাদুড়, প্যাঙ্গোলিন, পাইথন তো ফার্মের পশু নয়! এই প্রশ্নের উত্তর পেথে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৭০-এর দশকে। চায়নায় তখন মহাদুর্ভিক্ষ। খাবারের জন্য হাহাকার! ৩৬ মিলিয়ন লোক না খেতে পেয়ে মারা গেছে। চীনের তৎকালীন কমিউনিস্ট সরকার সাধারণ খাদ্য যেমন ধান, গম শস্যাদি বা গবাদি পশুপাখি যেমন গোরু, শুয়োর, মুরগির জোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছিল বেঁচে থাকা ৯০০ মিলিয়ন দেশবাসীকে। তখন খিদের জ্বালায় প্রথম কৃষক শ্রেণীর কিছু মানুষ, কচ্ছপ, কাছিম, মেঠো ইঁদুর, বনবিড়াল ধরে মেরে খেতে শুরু করলো।

কমিউনিস্ট সরকার এটাকে বাধা দিতে

পারতো, কিন্তু দেয়নি। উল্টে তারা বন্য প্রাণীকে খাদ্য বানানোর এই প্রবণতাকে পুরোপুরি সমর্থন করলো। শুরু হলো চীনের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের এক আমূল পরিবর্তন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেলেও ১৯৮৮ সালে চীনা সরকারের বোধোদয় হলো না। তারা এক অদ্ভুত Law of the Protection of Wildlife নিয়ে এলো, যাতে বলা হলো, "Wiledlife resources shall be owned by the state. The state proects the lawful rights and intersts of units and individuals engaged in the development or utilization of wildlife resources according to law." হায় ভগবান!

চাইনিজ গভর্নমেন্ট বনের পশুপাখিকে চিহ্নিত করলো wildlife natural resources হিসাবে, অর্থাৎ পাতি কথায় খাদ্যদ্রব্য হিসাবে! সৃষ্টি হলো একটা নতুন ইন্ডাস্ট্রির! Wildlife Farming Indistry! সাপ, ব্যাং, কচ্ছপ, ইঁদুর, বনবিড়াল, ভালুক প্রতিপালনের ফার্ম শুরু হলো এবং লোকাল ওয়েট মার্কেটে তাদের পাঠানো হতে শুরু করলো মাংস হিসেবে বিক্রি হওয়ার জন্য। ভাবুন, আপনি মুরগি বা মাটনের দোকানে গেছেন, আপনার সামনেই চিকেন মাটন কাটা হচ্ছে, ছাল ছাড়ানো হচ্ছে, মাংস আলাদা করা হচ্ছে, ছাল ছাড়িয়ে সেটা পাশেই ফেলে রাখা হচ্ছে। আপনি শুধু পরিষ্কার মাংস পলিথিনের কালো প্যাকেটে ভরে বাড়িতে আনছেন। কিন্তু চীনের এই ওয়েট মার্কেট গুলোতে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকরভাবে আপনার সামনেই কাটা হচ্ছে গিরগিটি, সাপ, বনবেড়াল, কুকুর। গিরগিটির চামড়া, সাপের খোলস বনবেড়ালের পা, কুকুরের অন্ত্র সব একসঙ্গে পড়ে রয়েছে, হয়তো পচন ধরছে। এক মৃত শরীর থেকে এক প্রজাতির ভাইরাসের দল আরেক মৃত শরীরে যাচ্ছে। যারা এগুলো দিনের শেষে পরিষ্কার করছে, তাদের শরীরে প্রবেশ করছে সেই মারাত্মক ভাইরাসগুলো। এভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে মারণ ভাইরাস। এরপরে শুরু হলো আরেক অদ্ভুত প্রবণতা! সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মুনাফার জন্য একশ্রেণীর ব্যবসায়ী রটিয়ে দিল— শতায়ু হতে চাও তো গণ্ডারের মাংস খাও। প্রচণ্ড বলশালী হতে চাও তো বাঘের মাংস খাও। বিছানায় হিউ হেফনার হতে চাও তো শিম্পাঞ্জির ইয়ে খাও ইত্যাদি।

এখানেই শেষ নয়, এটাও রটিয়ে দেওয়া হলো যে মাংসের যথাযথ গুণাগুণ পাওয়ার জন্য তাকে সুসেদ্ধ বা সুপক্ক করা যাবে না। কাঁচা খেলেই সেই মাংসের প্রকৃত গুণ আত্তীকরণ করা যাবে। চোরাকারবারিরা সক্রিয় হলো, শুরু হলো আনা endangered species-দের চোরাপথে খাবার প্লেটে! ২০০৩ সালে যখন SARS-এর প্রকোপ শুরু হয়েছিল, বিজ্ঞানীরা বলে দিয়েছিলেন এর ক্যারিয়ার চাইনিজ সিভিক ক্যাট! তড়িঘড়ি ওয়েট মার্কেট বন্ধ করে দিয়েছিল চাইনিজ সরকার। ওয়াইল্ড লাইফ ফার্মিংকে পুরোপুরি ব্যান করে দিয়েছিল।

কিন্তু বিপদ কেটে যাওয়ার পর আবার যে সেই চাইনিজদের খাদ্যাভ্যাসই ততদিনে বদলে গিয়েছে। তাছাড়া, এতো সোনার খনি, ২০১৮-তেই ওয়াইল্ড লাইফ ফার্মিং ২৪৮ বিলিয়ন ডলারের এক প্রভূত লাভজনক ব্যবসা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।

কোভিড-১৯ এসে আবার সব উলট-পালট করে দিয়েছে। কিন্তু বোধোদয় কবে হবে? দেখা যাক, কার জয় হয়, লোভ না ভয়?

হুয়ানান ফুড মার্কেটে রয়েছে প্রায় ১২৫ রকমের জীবন্ত প্রাণীর লাইভ ওয়েট মার্কেট! খাঁচার উপরে খাঁচার উপরে খাঁচার উপরে খাঁচা। সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি, বাদুড়, শেয়াল, ভালুক, ভেড়া, ছাগল, ময়ূর, উটপাখি গোরু, খরগোশ, বনবেড়াল, কুমির, কচ্ছপ, কুকুর কিচ্ছু বাকি নেই। যেটি আপনার পছন্দ মতো খাঁচা থেকে বের করে গলা কেটে দেওয়া। তারপর ছাল ছাড়িয়ে টাটকা মাংস পলিথিন প্যাকেটে করে আপনার হাতে! প্রত্যেক রকম প্রাণী বিভিন্ন রকমের ভাইরাসের ক্যারিয়ার! এ যেন ভাইরাসদের ব্রিগেড বা প্রগতি ময়দান!

করোনা : চীনের আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন

বাসুদেব ধর

করোনা ভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত ও প্রাণহানির সংখ্যা যত বাড়ছে চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ক্ষোভের মাত্রা ততই তীক্ষ্ণ হচ্ছে। গোটা বিশ্বের নজর এখন চীনের দিকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের বিরুদ্ধে তদন্ত জোরদার করার ঘোষণা করেছেন। তদন্তের কথা বলেছে অস্ট্রেলিয়াও। এর আগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও জানিয়েছিলেন, চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে। আর এটি নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করে যাচ্ছে। পম্পেও আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু এবং প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য যারা দায়ী তাদের জবাবদিহি আমাদের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠেছে, করোনা ভাইরাস প্রকৃতি সৃষ্ট নয়, বরং মানবসৃষ্ট জৈব রাসায়নিক বোমা। করোনাকে মানবসৃষ্ট ভাইরাস বলে দাবি করেছেন এইচআইভি-র আবিষ্কারক নোবেল বিজয়ী চিকিৎসক লুক মন্টাগনিয়ার। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস মানুষেরই তৈরি, তাই প্রকৃতি মেনে নেবে না।

অবশ্য গোড়া থেকেই চীন বলে আসছে করোনা ভাইরাস প্রকৃতির পরিবর্তনের ফসল। উহানের এক বন্য প্রাণীর বাজার থেকে এই করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি। তবে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। এইচআইভির আবিষ্কারক ড. লুক মন্টাগনিয়ার স্পষ্ট করেছেন, মানুষের তৈরি করোনা ভাইরাস দুর্ঘটনাবশত গবেষণাগার থেকে বাইরে এসেছে। এরই মধ্যে চীনা গবেষকরা স্বীকার করেছেন তারা এইচআইভির ভ্যাকসিন তৈরিতে করোনা ভাইরাস ব্যবহার করেছেন। জাপানের বিশ্বখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী তাসুকু হোনজু চীনের উহানে সেই গবেষণাগারে কাজ করতেন। দেশে ফিরে এসেছেন কিছুদিন আগে। তিনি দাবি করেছেন, করোনার জীবাণু স্বাভাবিক নয়, তৈরি করা হয়েছে। করোনার আচরণ থেকেই তা স্পষ্ট। তিনি দিনকয়েক আগে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, তিন মাস আগেও তিনি উহানে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। কিন্তু এখন তাদের কাউকে টেলিফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।

তদন্তের কথা উঠতেই চীন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। করোনা নিয়ে আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে চীন। চীনের শীর্ষ কূটনীতিক চেন ওয়েন ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে এমনটি জানান। চেন ওয়েন বলেন, এই দাবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এতে করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে চীনের মনোযোগ সরে যাবে। চীনের দাবি, উহানের একটি সামুদ্রিক খাবারের বাজার থেকে ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাস। তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশ্বাস, করোনা নিয়ে বিশ্বে ভুল তথ্য দিচ্ছে চীন। করোনা ভাইরাস নিয়ে চীন সরকারের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি রাজ্য কর্তৃপক্ষ।

করোনার কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে এবং এর ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাস এরই মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মন্টাগনিয়ার বলেছেন, উহানের গবেষণাগারে করোনা ভাইরাস তৈরি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তারা এইডস রোগের ভ্যাকসিন তৈরিতেও কাজ করছিলেন। গবেষণাগারটি মূলত করোনা ভাইরাস তৈরির জন্য প্রচলিত বলেছেন লুক মন্টিগনিয়ার। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আরএনএ ভাইরাসটির জিনোমার বিবরণ যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করেছি। ভারতীয় গবেষকরা এরই মধ্যে বিশ্লেষণের ফলাফল সামনে আনার চেষ্টা করছেন যেখানে দেখা গেছে এইচআইভি ভাইরাসের জিনোম এইচআইভি ভাইরাসের পর্যায় ধারণ করেছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গণমাধ্যম 'দ্য মেইল'-এর অনলাইন ভার্সনে গত ১৮ এপ্রিল 'করোনা ভাইরাস মহামারী' ছড়িয়ে দেওয়ায় চীনের ভূমিকা নিয়ে একটি নতুন সিরিজ প্রতিবেদনের প্রথম কিস্তি প্রকাশ করা হয়। এর আগে 'দ্য মেইল' উহানে ভাইরাসটির সূতিকাগার এবং চীনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা ভাইরাসটির বিস্তার ঘটানোর খবর চাপা দেওয়ার অভিযোগ-সহ নানা বিষয়ে অনুসন্ধান চালায়। সর্বশেষ ২০ এপ্রিল প্রতিবেদনের শেষ কিস্তিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, কোভিড-১৯-কে কেন্দ্র করে চীন পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক মন্দাবস্থাকে কাজে লাগাতে চায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, চীন মহামারী-উত্তরকালে আমেরিকার কাছ থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশের তকমা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছে। একই সঙ্গে তারা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সুবাদে পাশ্চাত্যকে অবনত দেখতে পছন্দ করছে। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর বেশ কয়েকটি বিলম্বিত 'ভিডিয়ো' ক্লিপ' ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গত ২২ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের এক পাহাড়ের মাঝখান অবধি একটি ভিডিয়োচিত্র ধারণ করা হয়। একই দিন চীনের উহান নগরীতে বিলম্বিত লকডাউন ঘোষণা করা হয়।

চীন কি জিততে চলেছে? হতে পারে চলমান আন্তর্জাতিক বিপর্যয় থেকে চীন আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং প্রভাব বিস্তারে সফল হবে। এ কারণে অনেকেই ধারণা করছেন, এই বিপর্যয় চীনের সৃষ্ট।

ইতিমধ্যে বিশ্বের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে মিলিত হন। তারা বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের পূর্বনির্ধারিত বার্ষিক সভায় যোগ দেন। সভায় নজরকাড়া বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিঙ্গাপুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক কূটনীতিক কিশোর মাহবুবানি। তিনি

'চীন কি বিজয়ী হয়েছে?' শিরোনামে একটি নতুন ও বহুল আলোচিত গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে চীনের বিশ্বের শীর্ষ অর্থনৈতিক শক্তিধর হওয়ার নিরলস প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেছেন। করোনা ভাইরাসজনিত সমস্যা শুরু হওয়ার আগেই এই গ্রন্থের রচনা সম্পন্ন হয়।

বৈঠক চলাকালে অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক 'ডয়েশে ব্যাংক'-এর এক প্রতিনিধি মাহবুবানির চিত্রায়িত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তিনি মাহবুবানির কাছে তার গ্রন্থের শিরোনাম 'চীন কী বিজয়ী হয়েছে?' -এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জানতে চান, 'চীন কি আসলেই সফলকাম হয়েছে?' জবাবে মাহবুবানি দুর্বোধ্য হাসি হেসে বলেন, 'এখনো না।'

১০ মিনিটের ওই সাক্ষাৎকারে মাহবুবানি আমেরিকার ধনতন্ত্রের সঙ্গে তার ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনা করে বলেন, 'চীন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং সবচেয়ে তরুণ ও গতিশীল মেধাসম্পন্ন নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।'

চীনের উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে মাহবুবানির বক্তব্যের পর এখন শোনা যাচ্ছে, চীনে নতুন এই দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করায় হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাহবুবানির বিরুদ্ধে ১৯৮৯ সালে তিয়ানমেন স্কয়ারে গণহত্যা এবং কোভিড-১৯-এর বিষয়ে তথ্য গোপনকে 'দলের সাফল্যের চাবিকাঠি' হিসেবে বর্ণনা করার অভিযোগ আছে।

'দ্য ইকোনমিস্ট' সাময়িকীর চলতি সংখ্যায় মাহাবুবানির মূল প্রশ্নকে প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম করে লিখেছে 'চীন কি জিততে চলেছে?' হতে পারে চলমান আন্তর্জাতিক বিপর্যয় থেকে চীন আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং প্রভাব বিস্তারে সফল হবে। এ কারণে অনেকেই ধারণা করছেন, এই বিপর্যয় চীনের সৃষ্ট।

ইউরোপ-আমেরিকা করোনার থাবায় বিপর্যস্ত। আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা এক নতুন বাস্তবতার মুখে তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোও বিপর্যস্ত। ছোটো অর্থনীতির দেশগুলো এর মধ্যেই প্রমাদ গুনছে। চীন ইতিমধ্যে 'অলৌকিকভাবে' করোনা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে এবং সেখানে দ্রুত স্বাভাবিক জীবন ফিরে এসেছে। এমনকী কিছু কিছু কলকারখানায় উৎপাদন পুনরায় শুরু হয়েছে। উহানে করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর যেসব চিকিৎসাকর্মী উহানবাসীর সাহায্যে বাইরে থেকে এসেছিলেন, তাদের শেষ দলটিকেও সম্প্রতি বিদায় জানানো হয়েছে। এই যে 'অলৌকিকভাবে' বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার পেছনে অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়ার চেষ্টা চলছে গোটা বিশ্বে। অনেকে এটাকে 'সন্দেহজনক'ও বলছেন। করোনা গোটা বিশ্বকে তোলপাড় করছে, কিন্তু পিকিং, সাংহাই-সহ বলতে গেলে সমগ্র চীনই স্বাভাবিক।

এদিকে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশে এখনো লকডাউন বলবৎ রয়েছে এবং সেখানে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এসব দেশের শেয়ারবাজারগুলোতে ধস নেমেছে। সেদেশের জিডিপিতে ৩ শতাংশ পর্যন্ত ধস নামতে পারে। অন্যদিকে জনগণের জীবনমান তদারককারী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতিনির্ধারণী সংস্থা 'রেজুলেশন ফাউন্ডেশন' মনে করে, আগামী তিন মাসে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক কর্মহীন বা বেকার হয়ে পড়বে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এই বিপর্যয়ে কলকাঠি নাড়ার অভিযোগে চীনা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ডাউনিং স্ট্রিটে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বরিস জনসন অসুস্থ হওয়ার পর সাময়িকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ডোমিনিক রাব বলেন, সংকট মিটে গেলেও চীনের সঙ্গে আর কখনো স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। আমাদের কঠিন হলেও প্রশ্ন করতে হবে, কীভাবে এর বিস্তার ঘটেছে এবং কেন তা আগেভাগে বন্ধ করা গেল না? ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দলের নীরব সদস্যরাও আজ সোচ্চার। তারা গত জানুয়ারিতে চীনের টেলিকমিউনিকেশন জায়েন্টের সঙ্গে বিতর্কিত চুক্তি পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন। চুক্তি অনুযায়ী হাওয়াইভিত্তিক এই কোম্পানির ব্রিটেনকে ফাইভ-জি অবকাঠামোতে যন্ত্রপাতি সরবরাহের কথা রয়েছে। কোম্পানিটির বিরুদ্ধে তথ্য পাচারের অভিযোগ রয়েছে। কেবল রাজনীতিবিদরাই নন, ব্রিটেনের সাধারণ মানুষও ওই চুক্তিতে ক্ষুব্ধ। কট্টর রক্ষণশীলদের নীতিনির্ধারণী সংস্থা 'হেনরি জ্যাকসন সোসাইটি'(এইচজেএস)-র এক জরিপে বলা হয়, ৮০ শতাংশ ব্রিটিশ চায় সরকার চীনের কাছ থেকে ৩৫ হাজার কোটি পাউন্ড আদায়ে মামলা করুক। প্রায় ৭৪ শতাংশ ব্রিটিশ কোভিড-১৯-কে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চীনকে দায়ী করে। ব্রাসেলসও বেইজিংকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রধান মারগ্রেথ ভেস্টেগার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রধানদের প্রতি তাদের শেয়ারবাজারে চীনের কারসাজি ঠেকাতে দেশের 'স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেট কোম্পানিগুলোর' শেয়ার ক্রয়ের পরামর্শ দিয়েছেন। বেইজিংয়ে সাবেক ব্রিটিশ কূটনীতিক ও এইচজেএসের এশিয়া স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক ম্যাথিউ হেন্ডারসন বলেছেন, অনেক বিষয়েই যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে। তিনি 'দ্য মেইল'কে বলেন, 'আমরা গত দুই দশক ধরে শুধু পেছনে ঝুঁকেছি এবং বিশ্বাস করেছি চীন থামতে জানে না আর তাদের সঙ্গে ব্যবসা করা উভয়ের জন্য লাভজনক। আসলে সবাই চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি। সবকিছু মিটে গেলে সেই চীনকে আর পাওয়া যাবে না, একদিন আমরা যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলাম। এখন আমাদের সোজাসাপটা কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। আমরা কেন আগ্রাসী চীনের সাহায্যপ্রার্থী হলাম?'

করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর থেকে চীনের সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার জানিয়েছে, তারা অস্ট্রেলিয়ায় চীনের বিনিয়োগ খতিয়ে দেখছে। নতুন কোনো চীনা বিনিয়োগ তারা করতে দেবে না। ভারতেও চীন এখন ঢালাও বিনিয়োগ করতে পারবে না, অনুমোদন প্রয়োজন হবে। সুইডিশ সরকার সেদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চীনের প্রভাব বন্ধ করতে সকল কনফুসীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুইডেন হচ্ছে প্রথম ইউরোপীয় দেশ যারা সকল করনফুসীয় প্রতিষ্ঠান ও ক্লাসরুম বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল। সুইডেন মনে করে, এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চীন তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদারের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে।

জাপান সরকার করোনার ক্ষতি পোষাতে ১০৮.২ ট্রিলিয়ন ইয়েন (৯৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) অনুদান ঘোষণা করেছে, যা জাপানের অর্থনীতির (ইকনোমিক আউটপুট) ২০ শতাংশের সমপরিমাণ। এর মধ্যে একটা বড়ো অঙ্ক বরাদ্দ রয়েছে জাপানি কোম্পানিগুলোকে চীনে উৎপাদন বন্ধ করে জাপনে ফিরিয়ে আনা এবং অন্য দেশে কিংবা অন্য কোনো দেশে বিনিয়োগ করবে তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। ন্যাটো দেশগুলো বলেছে, চীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আর ফ্রি হ্যান্ড পাবে না।

ব্রাজিলের শিক্ষামন্ত্রী আব্রাহাম ওয়েনট্রব মনে করেন, কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব, যার সূচনা চীন থেকে, বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের জন্যে চীনের পরিকল্পনার সহায়ক হবে। সুতারাং, বিশ্বে চীনের আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন চূর্ণ করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

সুতপা বসাক ভড়

সমগ্র বিশ্বে করোনা ভাইরাস নিয়ে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, তার থেকে আমরা নিজেদের অনেকক্ষেত্রেই প্রভাবমুক্ত রাখতে অপরাগ হয়ে পড়ছি। বাড়িতে চারদেওয়ালের মধ্যে বন্দি! কোথাও আসা- যাওয়া নেই। মনে চিন্তা পরিবার-পরিজন যেন সুস্থ নিরাপদ থাকে। আশেপাশের নানান খবর মনকে বিভ্রান্ত করে মাঝে মাঝে। এসবের মধ্যে কিন্তু ভালো দিকও আছে। আমরা অনেকেই আমাদের নিটকজনেদের দীর্ঘসময় ধরে কাছে পেয়েছি। অন্যসময় শত ব্যস্ততার মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে শুরু হয়েছিল, এখন সবাই আমরা পরিবারের সদস্যদের অনেকদিন পরে কাছে পেয়েছি। হ্যাঁ, কাজের মাসি না আসায় আমাদের কায়িক পরিশ্রম বেড়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে আমরা রকমাবী রান্না করে পরিবারের সদস্যদের সামনে রাখতে পারছি। অনেক উৎসারী সোশ্যাল মিডিয়াতেও নানান সুস্বাদু খাবার তৈরির পদ্ধতি দিচ্ছেন। তবে হ্যাঁ, একথা আমরা সবাই স্বীকার করব যে, এই পরিস্থিতিতে ঘরোয়া রান্নাকে আমরা খুবই পছন্দ করছি। লকডাউনের মধ্যে প্রত্যহ বাজারে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। সেক্ষেত্রে, রোজকার রান্নার পদগুলি একটু বদলে নিলে স্বাদে একদম অন্যরকম মাত্রা এসে যায়। এমন কিছু পরিবর্তিত রান্নার পদ এবারের অঙ্গনা পাতায় :

আলুসেদ্ধ খুবই সাধারণ পদ। এই আলুসেদ্ধ মাখার সময় এতে সরষের তেল, নুন, কাঁচালঙ্কার সঙ্গে একটু কাসুন্দি দিয়ে মেখে নিলে অপূর্ব লাগবে খেতে। একটু নতুনত্ব। এর সঙ্গে যদি গন্ধরাজ অথবা কাগজি লেবু একটু নিংড়ে নেওয়া যায়, দারুণ হবে। আবার ধরুন, মসুরির ডাল বাটিতে নুন দিয়ে সেদ্ধ করা হলো এমনভাবে যে ডালগুলো নরম হবে, কিন্তু একেবারে গলে যাবে না। খাওয়ার সময় ওই ডালসেদ্ধতে (একটু গাঢ় হবে) ছোটো করে কাটা কাঁচালঙ্কা কুচি, কাঁচা পেঁয়াজকুচি, টমোটোকুচি, ধনেপাতাকুচি এবং কাঁচা সরষের তেল মিশিয়ে একবার খেয়ে দেখুন। সেই পুরানো মসুরিরডাল একদম নতুন স্বাদে ভাতের থালায় আবির্ভূত হবে।

লাউয়ের ডাল, লাউঘন্ট আমরা খাই, কিন্তু লাউয়ের খোসা? ঝিরে ঝিরে করে লাউয়ের

খোসা কেটে রাখুন। কড়াইতে সামান্য সরষের তেলে কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা, রসুনকুচি, ফোড়ন দিয়ে ওই কেটে রাখা খোসাগুলি ছেড়ে দিন। সামান্য নুন এবং হলুদ দিন। ঢেকে দিন। মাধে মধ্যে একটু নেড়ে দেবেন। পাঁচ মিনিটেই রান্না হয়ে যাবে। তবে, গ্যাস বন্ধ করে ঢাকা দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট রেখে দিলে তৈরি লাউয়ের খোসা ভাজা।

লকডাউন চলছে। অনেক সময় ঘরে একটু একটু দু-চার রকম কাঁচা সবজি জমে যায়। সেগুলি দিয়েও একটি সুন্দর রান্না হয়ে যেতে পারে। প্রথমে একটা পেঁয়াজ আর একটা করলা বা উচ্ছে সরু লম্বা করে কেটে নিন। কড়াইতে আন্দাজ মতো সরষের তেলে কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা চিরে ফোড়ন দিন। তার মধ্যে করলা বা উচ্ছে ও কাটা পেঁয়াজটি দিয়ে দিন। এর দু'মিনিট পরে যা যা সবজি ঘরে একটু একটু আছে— যেমন দু' ইঞ্চি কুমড়ো, দু' ইঞ্চি বেগুন, দুটো আলু, দুটো পটল ইত্যাদি সরু লম্বা করে কেটে কড়াইতে দিতে হবে। এছাড়া নুন, হলুদ। মাঝে মধ্যে নেড়ে দিতে হবে। নরম হলে এক চামচ চিনি মিশিয়ে দুমিনিট নাড়াচাড়া করে গ্যাস বন্ধ করে পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। সুস্বাদু উচ্ছেবটি তৈরি। শুকনো ভাত দিয়ে অথবা সামান্য একটু কাসুন্দি দিয়ে খেয়ে দেখবেন, নতুনত্বের স্বাদ অবশ্যই পাবেন।

শেষ পাতে একটু কাঁচা আমের চাটনি। গ্রাম বা শহরে ঝরে গাছ থেকে পড়া একটি কাঁচা আম সরু লম্বা করে কেটে নিতে হবে। কড়াইতে খুব সামান্য সরষের তেলে কয়েকটি হলুদ সরষে দানা এবং অর্ধেক শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে কাঁচা আমের টুকরোগুলো কড়াইয়ে দিতে হবে। এক চতুর্থাংশ চা-চামচ নুন এবং এক কাপ জল দিয়ে মিনিট তিনেক ফুটিয়ে পৌনে এক কাপ চিনি দিয়ে আবার ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করে একটু ভাজা মশলার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে বাটিতে ঢেলে নিন। ঠাণ্ডা হলে শেষপাতে দারুণ হবে।

রান্নার এই পদগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বেশিরভাগ সবার বাড়িতেই থাকে। সবজি, কাঁচা আম সপ্তাহে একদিন বাজার করে আনলে, অনেকসময় ঘরেই থেকে যায়। আমাদের সাধারণ মানুষের রসনায় এই পদগুলি আশা করি ভালো লাগবে।

রান্নাটি বেশি দামি বা সময়সাপেক্ষ নয়। রান্নার পদ্ধতিও খুবই সহজ সরল। ঘরের মহিলারা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এইসব পুরানো ঘরোয়া পারম্পরিক রান্নাগুলো পুরুজ্জীবিত করার এর থেকে ভালো সুযোগ হতে পারে না। সবরকম বাইরের খাবার যখন বন্ধ, তখন এরকম ঘরোয়া খাবার আমরা আবার ফিরিয়ে আনি। ■

ভিক্স ভেপোরাবের রয়েছে নানা গুণ

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ভিক্স ভেপোরারের কৌটো আমাদের সবার চেনা। তার ব্যবহারও জানা। ঋতু পরিবর্তনের সময় ঠাণ্ডা লাগা সামলাতে ভিক্সের জুড়ি নেই। নাক বন্ধ, চোখ-নাক দিয়ে জল পড়া, কাশি ইত্যাদি ঠিক করতে অনেকেই ভিক্স ভেপোরাব ব্যবহার করেন। আর তাতে উপকারও হয় যথেষ্ট। কাজেই অন্য কারও বাড়িতে কিছু থাক বা না থাক ভিক্সের কৌটো থাকবে। ভিক্সের প্রধান উপাদান হলো ক্যাম্ফর বা কর্পূর, মেন্থল ও ইউক্যালিপটাস। কিন্তু ভিক্স ভেপোরাব শুধুমাত্র ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হলে তবেই কাজে আসে নাকি! মোটেও না, ভিক্সের আরও অনেকগুলো কাজ আছে যা সবাই জানে না।

আর কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

ভিক্সের ব্যবহার করা যায় মশা তাড়াতে। কিংবা কোনও পোকা তাড়াতে। ধরুন, মশা মারার কয়েল বা অলআউট শেষ হয়ে গেছে। অথচ মশার জ্বালায় বাড়িতে টিকতে পারছেন না। কোনও চিন্তা নেই। গায়ের খোলা অংশে একটু ভিক্স ভেপোরাব লাগিয়ে নিন। কিংবা যেখানে বসে আছেন তার কাছাকাছি ভিক্সের কৌটো খুলে রেখে দিন। মশা তো ঘেঁষবেই না, কাছে অন্য পোকামাকড়ও ঘেঁষবে না। ঠাণ্ডা চলে গেলে মাথাব্যথা ছাড়াও অনেক সময় গ্যাসে কিংবা মানসিক উদ্বিগ্নতায় মাথাব্যথা থেকে ব্লাডপ্রেসার কমাতে সাহায্য করে ভিক্স। শীতকাল মানেই পা ফাটবে। এই পা-ফাটা আটকাতেও কাজে আসতে পারে ভিক্স। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভিক্স লাগিয়ে নিন গোড়ালিতে। ফাটা অংশে একটু বেশি করে লাগান। সকালে স্নান করতে গিয়ে পিউমিস স্টোন বা ঝামাপাথর দিয়ে ভালো করে ঘষে নেবেন। এবার ঠাণ্ডা জল দিয়ে গোড়ালি ভালো করে ধুয়ে নিন। কয়েকদিন পরেই দেখবেন, পায়ের ফাটা উধাও। পেটের চর্বিও কমিয়ে দিতে পারে ভিক্স ভোপোরাব। এক টেবিল চামচ অ্যালকোহল, এক টেবিল চামচ কর্পূর, এক টেবিল চামচ বেকিং সোডা আধ জার ভিক্স ভেপারাব ভালো করে মিশিয়ে একটা পেস্ট বানান। জিমে যাওয়ার আগে পেটের চর্বির ওপর বা শরীরের যে অংশে ফ্যাট জমেছে, সেখানে ভালো করে লাগিয়ে নিন। এবার ওই অংশটা ঢেকে রাখুন। ওয়ার্কআউট হয়ে গেলে জল আর সাবান দিয়ে ওই অংশটা ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এটা বার তিনেক করুন। দেখবেন অনেক তাড়াতাড়ি রোগা হচ্ছেন। বাজারে স্লিমিং ক্রিমের থেকে এই হোমমেড পেস্ট অনেক বেশি উপকারী।

বাড়িতে পোষা বিড়াল বা কুকুর থাকলে ভিক্স ভেপোরাব অবশ্যই সঙ্গে রাখুন। বাড়িতে পোষ্য থাকা মানেই তারা ঘরের ভেতর মাঝে মধ্যে মল-মূত্র ত্যাগ করে ফেলতে পারে। এটা বন্ধ করতে বাড়ির সব জায়গায় ভিক্স রাখুন, যেখানে আপনার পোষ্য সাধারণত এইসব কাজ করতে পছন্দ করে। পশুবিদরা বলেন, কুকুর ও বিড়াল ভিক্সের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারে না। তারা ওখানে আর যাবে না। বিশেষ করে বিড়াল অনেক সময় সোফার কাপড়ে আঁচড়াতে খুব পছন্দ করে। এতে সোফার দফারফা হয়ে যায়। সোফার কাছে একটা খোলা কৌটো রেখে দিতে পারেন। বিড়াল ওদিকে ঘেঁষবেই না। গর্ভাবস্থায় কিংবা শরীরে মেদ জমার ফলে শরীরে স্ট্রেচ মার্ক দেখা দেয়। দিনে দুবার করে সেই অংশে ভিক্স লাগালে দু সপ্তাহের পর দেখবেন, আর সেই মার্ক নেই। পায়ের নখে ফাঙ্গাস হলে ভিক্স ভেপোরাব তা সারিয়ে দিতে পারে। ওই নখে ভিক্স লাগিয়ে মোজা পরে শুয়ে পড়ুন। পরদিন সকালে ভালো করে নখটা ধুয়ে যতটা পারবেন কেটে ফেলুন। যতদিন না সারে, ভিক্স লাগাতেই থাকুন। নখ বাড়লেই কেটে ফেলবেন। এভাবে নখটা ঠিক হয়ে যাবে।

কালশিটে মিটে যায় ভিক্স লাগিয়ে। কালশিটে পড়ে যাওয়া জায়গায় নিয়ম করে ভিক্স লাগান। কয়েকদিন পর ঠিক হয়ে যাবে দেখবেন। মুখের যে অংশে ব্রণ হয় সেখানে ভিক্স লাগিয়ে রাতে শুয়ে পড়ুন। পরদিন ভালো করে মুখ ধুয়ে ফেলুন। কয়েকদিন পরপর করুন। ব্রণ সেরে যাবে। যে কোনও পেশীর ব্যথায় ভিক্স লাগিয়ে দেখুন। ব্যথার থেকে আরাম পাবেন। তবে দেখবেন, ভিক্স ব্যবহার করার পর শরীরে কোনওরকম অ্যালার্জি বা ইনফেকন হচ্ছে কিনা, যদি কোনও অবাঞ্ছিত দাগ বা চুলকানি কিংবা লাল হয়ে যাওয়া দেখেন, একদম ব্যবহার করবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। তিন বছরের কম শিশুদের শরীরে ভিক্স লাগাবেন না।